আমার
গান ও কবিতা।

শ্রীবরদাকান্ত সেন গুপ্ত বিরচিত।

কলিকাতা,
১৪ নং কলেজ স্কোয়ার,
জি, সি, রায় এণ্ড কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
১৩০১ সাল।

মূল্য আট আনা।

PRINTED BY H. MUKERJI AT THE UNIVERSITY PRESS.
14, COLLEGE SQUARE, CALCUTTA.

নিবেদন।

সময় সময় অনুরুদ্ধ হইয়া সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র ও মাসিক সন্দর্ভের জন্য কবিতা লিখিতাম। তাহারই কতক গুলির একত্র সমাবেশ করিয়া "আমার গান ও কবিতা" নামে এই গ্রন্থ প্রকাশ করিলাম। আমার "চাঁদের বিয়ে" ও "শারদার" প্রতি বঙ্গীয় পাঠকের যথেষ্ট আদর দেখা গিয়াছে। "আমার গান ও কবিতা" পাঠকের বিন্দুমাত্র মনোরঞ্জন করিতে পারিলেও প্রয়াস সফল জ্ঞান করিব।

গ্রন্থকার

উপহার।

পরম ভক্তিভাজন

শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গামোহন দাস

উকীল, হাইকোর্ট—মহাশয় করকমলে।

মহাশয়!

আপনার স্বভাবে যেন একটা কি আছে, তাহাতে আমাদিগকে আপনার মধ্যে আনিয়া টানিয়া ফেলিতে চায়। আপনার দেব-ভাবে এরূপ টানে বলিয়া, আবদার করিয়া যে, আপনাকে কত বিরক্ত করি, তাহার ইয়ত্তা নাই। সে দোষ আপনার; নতুবা পদস্থ অন্যান্য ব্যক্তিদের ন্যায় ভ্রূকটি ময় দৃষ্টিতে চাহিলে, আর অত আপন জ্ঞানে আপনার গায় ঘেসিয়া দাঁড়াইতে সাহস পাইতাম না। ভগবানের নিকট প্রার্থনা—আমরা যেন চিরকাল আপনার স্বভাবে এরূপ মুগ্ধ হইয়া ডুবিয়া থাকিতে পারি। আপনার কোন বিষয়ে অভাব নাই; তবু ইচ্ছা হয় আপনার হাতে কিছু দিই। আমি কত উপযুক্ত বেশ জানেন। একখানা ছেড়া খাতায় একটা ভাঙ্গা কলম দিয়া কয়েকটী কবিতা লিখিয়াছিলাম। স্বর নাই, কবিত্ব নাই, তাহার নাম রাখিয়াছি "আমার গান ও কবিতা"। তাহাই সাহস করিয়া আপনার হাতে দিলাম। ইহাতে আর কিছু না থাকুক, আমার হৃদয়ের ভক্তি আছে। আপনি গ্রহণ করুন—আমি দেখিয়া সুখী ও কৃতার্থ হই।

চির স্নেহাভিলাষী

গ্রন্থকার।



আমার

গান ও কবি

উপহার।

(১)

মা !
শিখি নাই মা ডাকিতে,
যদি কভু ভুলে বলি "মা"
প্রকৃতির প্রতিধ্বনি বাজি চারিভিতে,
উপহাসে বলি না—না—না।

(২)

মানুষের প্রথম কথাটী
না ফুটিতে আধ আধ বোলে,
পাষাণী গো ! কোথা গেলে চলে ?
আদি-হীন ভাষা মম কেমনে করিলে ?

(৩)

মাতৃ-কোল অজেয় আশ্রয়,
শিশু বীর বসিয়া সেথায়।

জগতের আছে কিবা ভয় ?
যখন রাখিয়া বুকে জননী সহায়।

(৪)

মা গো !
সে দিব্য আশ্রয় হ'তে
কেন ঠেলে ফেলে দিলে ?
অভাগায় কাঁদাইতে,
কোথা গিয়ে লুকাইলে ?

(৫)

প্রাণ-তরু অঙ্কুর যখন
স্নেহ শিশিরের বিন্দু লইলে শুষিয়া।
চারা প্রাণ বিনা বরিষণ
শুষ্ক প্রাণে উঠিল বাঁচিয়া।

(৬)

নীরস বিশুষ্ক আজি—
কোমলতা নাহি তায়।
সংসার শ্মশান মাঝে
চিতা দগ্ধ কাষ্ঠ প্রায়।

(৭)

অশ্রুধারে আর্ত্তস্বরে বাড়িল জীবন
সহিবারে সংসারের নির্ম্মম দাহন।

কুটীল সংসার এই
কত দিন কত কথা কয়ে
দুঃখানল দিল জ্বালাইয়ে।
ঝুর্ ঝুর্ অশ্রুপাতে করেছি নির্ব্বাণ
হৃদয়ে লুকায়ে সেই জ্বলন্ত শ্মশান।

(৮)

কত শেল কত বজ্রাঘাত
এ সংসার এ হৃদয়ে করিয়াছে পাত
শত শক্তিশেল সম রয়েছে বিঁধিয়া
তুমি নাই মা আমার! দিবে কে খুলিয়া?

(৯)

শৈশবের খেলা মেলা প্রাণে
কথাগুলি আবদ্ধ রাখিয়া
শিখিলাম কুটীলতা বিষম আগুনে।
স্মৃতিবলে মনে হলে যাই মা পুড়িয়া।

(১০)

দেখি মা গো! ঘরে ঘরে,
সকলেই প্রাণ ভরে,
"মা" ডাকিয়া মার কাছে যায়।
মা আসিয়া কোলে করে
কত স্নেহমাখা স্বরে,
মাতৃ-আশ-শিশু-প্রাণ যতনে জুড়ায়।

(১১)

দেখি শিশু মার মুখ চেয়ে
দেহ মনে উঠয়ে নাচিয়া।
মা যখন বলে "আয় আয়"
শিশু যায় শৈশব ভুলিয়া।

(১২)

নিখুঁদ সুখের ছবি
শিশু প্রাণে দেখা যায়।
যখন মায়ের বুকে—
মায়ের আদর পায়।

(১৩)

শয্যাশায়ী শিশু মা গো! গিয়েছ ছাড়িয়া,
জীবনের স্বর্গ সুখ লয়েছ কাড়িয়া।

(১৪)

কত দিন কত জনে,
মা ভাবিয়া মনে মনে,
শিশুর আশার প্রাণে,
চাহিয়াছি মুখ পানে;
মুখে স্নেহ বিন্দু বুকে স্বার্থ সিন্ধু
দেখিলাম এ সংসার মাকাল আকারে
ভালবাসা খালি আশা
স্বার্থ সাধিবার তরে।

(১৫)

(তখন) শূন্য ঘরে, ক্ষুণ্ণ ফিরে—
ডাকিয়াছি "মা"।
আবার সে প্রতিধ্বনি বলিয়াছে "না"।

(১৬)

হেন দুঃখ ক'দিন সহিব ?
আমার (ও) ত মানুষের প্রাণ ;
কত দিন হাহাকারে,
কাঁদিব গো মা মা ক'রে ?
তাই আজি কল্পনায় তোমায় আঁকিব
উপহার অশ্রুধার করিবারে দান।

(১৭)

শরতের নিরমল গগনের কোলে
পূর্ণ শশী হরষে বসিয়া,
দিশাহারা জোছনা তরলে
দিল যবে প্রকৃতি ঢাকিয়া।
কুসুমের মুখে মাখা সে জোছনাদল
ধরিয়া গড়িনু মা'র দেহ নিরমল।

(১৮)

যামিনীর বুক ছাড়ি
ঊষাবালা হেসে হেসে

জাগাইল প্রকৃতিরে ধীরি
যখন দিনের দুয়ারে এসে।
শীতল আলোকগুলি তুলিয়া তাহার
আঁকিলাম সযতনে ললাটেতে মা'র।

(১৯)

ফুটন্ত কমল দু'টী দুলিত মলয়ে,
তুলে তায় রাঙ্গা পায় করিনু নির্ম্মাণ।
জগতের বুক খুঁজে
বাছা বাছা স্নেহ লয়ে
পরাইনু মায়েরে পরাণ।

(২০)

স্নেহের বাসনারাশি করি মোহময়
গড়িলাম শ্বেত বাহুদ্বয়।

(২১)

তামসীর নিশাম্বরে
বড় দু'টী তারা ধরে
বরষার জলে ভিজাইয়া—
দু'টী কাঁদ কাঁদ আঁখি দিলেম আঁটিয়া

(২২)

অশ্রুজলে কাঁদাইলে
চিরদিন অভাগায়,
বরষার বারিধারে
কাঁদাইব মা তোমায়।

(২৩)

প্রভাতের গন্ধবাহী মন্দ সমীরণ—
নিশাস করিয়া,
নিঝরের কাঁদ কাঁদ স্বর
দুঃখে দিনু বুকেতে ভরিয়া।

(২৪)

অন্ধকার দুঃখভার
বুকের মাঝারে ছিল ;
ও মুখের আড়ালেতে লুকাইতে তায়,
কেশরাশি গড়াইয়া
পবিত্রতা পরাইয়া
কল্পনায় গড়িলাম পাষাণী তোমায়।

(২৫)

কি দুরাশা ! কত আশা
মা'র কোলে বসিব,
কত কথা হৃদে গাঁথা
মা'র কাছে কহিব।

(২৬)

শান্তিময়ী কান্তি মার করিয়া সৃজন,
বসিলাম পদতলে তার।
ডাকিলাম বার বার
"মা আমার, মা আমার"

সাধ্যহীন প্রতিধ্বনি পারে কি গো আর
না, না, রবে করিতে বারণ ?

(২৭)

শুইলাম মাথা পাতি দু'টী রাঙ্গা পায়,
বলিলাম চাহি মুখপানে
"কাঁদাইলে কেন অভাগায় ?
জান নাই কোন দিন
কত দুঃখ মাতৃহীন প্রাণে।"

(২৮)

পাষাণীর পরাণ গলিল
অশ্রুগুলি অভাগার মুখেতে ঝরিল।
আবার চোখের জলে
ডাকিলাম মা মা বলে
"মা আমার, মা আমার"
আমি মা'র আজি বসে পদমূলে।

(২৯)

অশ্রু যেন ডাকিল আমায়
"আয় বাছা মা'র কোলে আয়"
এইবার একবারে বসিলাম কোলে যেয়ে,
মানবের শান্তি সিংহাসন !
পাই নাই কোন দিন,

আজি সেই ধন পেয়ে,
ভুলিলাম যৌবন জীবন।

(৩০)

শিশুভাব প্রাণেতে পশিয়া,
ভুলিলাম কুটীলতা
তুলিলাম সরলতা
প্রাণেতে ফিরিয়া।
সংসারের পাপ তাপ পড়িল সরিয়া।

(৩১)

বুকের মাঝারে মা'র মাথা লুকাইয়া
বাহু দু'টী টেনে এনে গলে পরাইয়া;
তাঁ'র হাত দু'টী দিয়ে,
মুছাইনু অশ্রুগুলি
আবার সে মুখ চেয়ে
ডাকিলাম "মা মা" বলি।

(৩২)

আবার কল্পনা বলে করিতে নির্ব্বাণ
আশৈশব হৃদয়ের চিতা অনির্ব্বাণ,
"মা আমার, মা আমার"
কথা মাখা অশ্রুজলে
সপি আজি উপহার
বসি মা'র পদমূলে।

দূরে। *

(১)

প্রিয়তমে! প্রাণাধিকে!
সে সংসার নাই এসংসারে।
ভাঙ্গা প্রাণ ভাঙ্গা মন
শূন্যময় হৃদয় লইয়ে,
আসিলাম চলে কত দূরে।

(২)

ক্ষুদ্র এ অনিল কণা পরাণ আমার
বেলাময় সংসার সাগরে।
ডুবিয়া উঠিয়া
বাঁচিয়া মরিয়া,
প্রতিকূল অনুকূল সমীরণ ভরে
যেতেছিল অলক্ষ্যে ভাসিয়া,
আশাহীন বাসনা লইয়া।

(৩)

জানি না কেমন ক'রে উড়িল পরাণ,
লীলাময়ী প্রকৃতির কোন লীলাছলে,
ফুলময় উদ্যানেতে স্থান,
হইল তাহার।

---

* এই কবিতাটী ১৩০০ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসের উষায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

কুসুম আছিল এক কুসুমের দলে
সুষমায় সুষমা আকার।

(৪)

ভিখারী পরাণ বটে
দিবার বাসনা আছে;
তার যাহা আছে, সেত তাহা দিতে চায়,
কারে দিবে যেয়ে কার কাছে?
ভিখারী খুঁজে না পায়।

(৫)

কুসুম বালিকা কুসুমের মুখ,
কুসুমের চোখ দু'টী;
নীরব বীণার তানে
বলে দিল কাণে কাণে
"প্রাণের ভিখারী আমি—
দিবে বল, দাও দেখি অভাগীরে ও'টী।"

(৬)

ভাষা ছিল শুকায়ে ভাটায়
জোয়ার বহিল হায়!
বলিলাম ধীরে তায়
"ভিখারিণী লইবে কি প্রাণ?
লইবে কি দগধ শ্মশান?"
কথা শুনি ভিখারিণী উন্মাদিনী প্রায়।

(৭)

বাঁধা প্রাণ গিয়েছে খুলিয়া—
ভাষা তা'র থামিতে না চায়,
উত্তপ্ত করের কোলে
কর তা'র ভুলে তুলে
আবার বলিনু সেই একটী কথায়—

(৮)

"ভিখারিণী, লইবে কি প্রাণ"
এ যে মোর দগধ শ্মশান ;
রূপ নাই, রস নাই, কিছু নাই তা'র,
সে যে খালি শ্মশান আকার।
ভিখারিণী, কোথা তবে রাখিবে তাহায় ?
রাখিবে কি কোমল হিয়ায় ?
কোমল বুকের কোলে
কোমল হৃদয়খান—
দিবে কি তাহাতে তুমি শ্মশানেরে স্থান ?

(৯)

এ কি !
কথা মোর সহিতে না পারে
চোখে দু'টী অশ্রুকণা ঝরে।

(১০)

এ কি !

দু'হাতে তা'র দু'বাহু তুলিয়া,
ভুলে দিনু গলে জড়াইয়া।

(১১)

এ কি !

দু'হাতে তা'র মুখানি তুলিয়া,
ভুলে দিনু অধর চুমিয়া।

(১২)

এ কি !

ডাকিতে চেলেম প্রাণ ভরে,
কথা র'ল গলার ভিতরে।

(১৩)

এ কি !

বুকে ঝরি অশ্রুবিন্দু তা'র,
দগধ শ্মশান গেল যে নিবিয়া।

(১৪)

অয়ি !

বুকে ধরি ক্ষুদ্র দেহভার,
প্রাণে দিনু প্রাণটী ভরিয়া।

(১৫)

একটী আছিল খালি করিয়াছি দান,
আমাতে কি আর আছে প্রাণ ?

(১৬)

হেন ভিখারিণী চায়,
দিবার বাসনা নাহি মিটে।
প্রাণ আরো আছে কি হিয়ায়,
দেখিবারে ঘেঁটে ঘেঁটে
দেখিলাম ঘুমন্ত বয়ান—
পূর্ণ শশী পড়ি বক্ষকোলে।
আর কেন হ'ল না সন্ধান ?
কেন দয়াময় ! নিরদয়
খালি একটী পরাণ দিলে ?

(১৭)

বুকে বুক রয়েছে শুইয়া,
দুর দুর কাঁপনি তাহার।
দেখিলাম মু'খানি চাহিয়া
দিশাহারা, আত্মহারা, প্রাণহারা প্রাণ !

(১৮)

গলে গলে বাহু পরাইয়া,
নিরজনে সাগরের তীরে ;

ভ্রমিয়াছি এখেলা খেলিয়া ;
ভাবি নাই কি হইবে পরে।

(১৯)

পৃথিবীর মানুষ হইয়া
পৃথিবীর মানুষের প্রাণ
কেহ নাহি বোঝে।
পৃথিবীর মানুষ হইয়া,
মানুষের পরাণের গান
শুনিতে কেহ না খোঁজে।

(২০)

তাইত সংসারে হাহাকার !
নিরাশার হেন অত্যাচার ;
তাইত নয়নে অশ্রুধার—
জীবনে জীবন হীন মানুষের প্রাণ।

(২১)

আবার সে লীলাময়ী প্রকৃতির লীলা,
ভেঙ্গে দিল মোহের স্বপন ;
ফুরাইল জীবনের সুখময় খেলা,
আসিলাম দু'রাজ্যে দু'জন।

(২২)

এখন (ও) ত প্রকৃতির কোলে
একা একা ভাসিয়া বেড়াই

এখন (ও) ত সে প্রকৃতি আছে রূপ খুলে।
কিন্তু তা'র সেইভাব, সেই ছবি নাই।

(২৩)

নিঝুম নিশীথে পাপিয়া গাইত গান,
ভাবিতাম ও আমাদের (ই) হৃদয়ের তান
এখন (ও) নিশীথে পাপিয়া গায় ;
গানের মহিমা গিয়েছে তা'র।
ভাঙ্গা গলা তা'র বাজিতে না চায় ;
গান নয় সে যে শ্মশানে চীৎকার।

(২৪)

এখন (ও) শশাঙ্ক হাসিছে ওই
ডগমগ হ'য়ে চোখের উপর।
হাসিতে তাহার সে হাসিটী কই ?
ফুলভাব ফুলে হয়েছে অন্তর।

(২৫)

তাই প্রিয়তমে !
প্রকৃতির কোলে সকল (ই) আছে,
প্রকৃতির কিন্তু সেই ছবি নাই ;
তুমি দূরে ! তা'র রহিবে কি ছাই ?
সুষমা তাহার গিয়েছে মুছে।

(২৬)

প্রকৃতি ত খালি নির্ম্মল দর্পণ ;
তুমি তা'র কোলে ফলিত হ'লে,

সাজিত তাহার সাধের যৌবন,
রূপ তাঁর হ'ত এত বিমোহন।

(২৭)

তুমি হারা এই প্রকৃতি অন্তরে,
কোথা পাব সে সুখ সংসারে ?
আগে বুঝি নাই, বুঝিয়াছি পরে—
এত খালি পুড়িবার তরে।

(২৮)

সেই দিন হ'তে প্রেয়সীরে !
আমি হারা হ'য়েছি আমায়।
যেই দিন হায় ! রাক্ষসী রে !
চুমি ও বদনখানি লইনু বিদায়।

কোথা' হ'তে। *

(১)

কোথা' হ'তে এতদিন পরে,
তারা তুমি আইলে হেথায় ?
কোথা হ'তে এলে তুমি ফিরে ?
কতদিন দেখিনি তোমায়।

* এই কবিতাটী গদভাঙ্গা জংলা খাম্বাজে গীত হয়।

(২)

চাঁদের বাগান সন্ধ্যায় ঘরে
মেঘের আড়ালে তারার সাগরে
খুঁজিয়াছি কত
পাগলের মত
হেথা হোথা ফিরে।
পাই নাই দেখাটী তোমার—
জান কি বিষাদ প্রাণেতে আমার ?

(৩)

সন্ধ্যা এলে ধরাতলে বসেছি হেথায়,
কত কি ভাবিয়া
দেখিব বলিয়া
দেখিনি তোমায়।
তুমি আ'স নাই
কোথা গিয়েছ চলিয়া,
কাঁদিয়া ফেলেছি কান্না প্রাণের ব্যথায়।

(৪)

জিজ্ঞাসা করেছি কত নিদয় চাঁদেরে,
জিজ্ঞাসা করেছি কত সন্ধ্যা রাক্ষসীরে।

(৫)

কত মেঘের কাছে কাঁদিয়া কাটিয়া,
কত তারকার পায় লুটাইয়া,

জিজ্ঞাসা করেছি বার বার।
"জান সবে কোথা গেছে তারাটী আমার?"

(৬)

তারা আছে তারার সাগরে,
চাঁদ হাসে তাঁদের মাঝারে।
হাসির সাগরে সংসার পাতি'
তা'রা আছে সবে সুখেতে মাতি'।

(৭)

তা'রা যদি দুঃখ মোর বুঝিতে পারিত,
কোথা তুমি তবে ব'লে দিত।
সুখী যদি বোঝে দুঃখীর বেদন,
সংসার সাজিত স্বর্গের মতন।

(৮)

দেখ! কথাটীও শোনে নাই তা'রা,
আমি তখন বড় দিশাহারা!
হেথায় হোথায় খুঁজেছি আবার
পাই নাই দেখা।
আবার কেঁদেছি কান্না প্রাণের ব্যথায়।

(৯)

দেখ!
এক বুক হৃদয়ের ব্যথা
রাখিয়াছি হৃদয়ে ঢাকিয়া;

এক বুক হৃদয়ের কথা
রাখিয়াছি হৃদয়ে গাঁথিয়া ;
পরাণের কুঞ্জে বসি' পরাণের গান
শিখিয়াছি কত।
সব গুলি তোমার লাগিয়া।

(১০)

চল যাই সন্ধ্যার আড়ালে,
বসি যেয়ে গলাগলি ধরি।
সান্ধ্য সমীরণ আসি' তালে তালে
শীতলিবে অতি ধীরি ধীরি।

(১১)

আঁধারের পরদা ফেলিয়া
দুই জনে রহিব বসিয়া,
শুনিতে দেখিতে দিব না সংসারে,
যা' কিছু ঢাকিয়া রাখিব আঁধারে।

(১২)

দুই জনে বিরলে বসিয়া ;
স্বর্গের কুসুমে গাঁথি সোহাগের হার,
দুই জনে দু'বাহু তুলিয়া
দু'জনের গলে দিব প্রেম উপহার।

(১৩)

দু'জনেই স্বরগের গান
গা'ব একতানে।

শুনে তাহা দু'জনার (ই) প্রাণ
ভুলে যা'বে আপন পরাণে।

(১৪)

তা'র পর বাহুতে গলেতে
মিশিয়া যাবে,
অধরে অধর লুকা'য়ে রবে।
আঁধারের কোলে চাঁদিমা ফুটিবে;
জোছনা তাহার চৌদিকে ছুটিবে।

(১৫)

বিরাজিবে এক বিমল উদ্যান
প্রসূন তাহায় প্রফুল্ল পরাণ।

(১৬)

তা'র মাঝে দুয়ে ডুবিয়া র'ব
সংসারের কিছু আর না চাহিব।

(১৭)

সেই সুখের সাগরে
দুই জনে ডুবিয়া ডুবিয়া,
সজ্ঞানেতে রহিব মরিয়া।
দেখ এই আশা প্রাণেতে ভরিয়া—
তারা তোমা বেড়াই খুঁজিয়া;
প্রাণ মম বুঝিতে না পাও
তাই তুমি মেঘেতে লুকাও।

(১৮)

হৃদয় অনন্ত মম,
অনন্ত আকাশ ছাড়ি,
এস তারা, এস,
প্রাণেতে ডুবিয়া মরি

আশা।

(১)

ক্ষুদ্র মম জীবন কান্তারে
বাসনার জনম ভবন।
বহাইয়া স্বপ্নময়ী ধারে
আশানদী জীবনে জীবন।

(২)

বাসনা হিল্লোলে
ধীরি ধীরি চ'লে
ক্ষুদ্র বীচি তার খেলিত নাচিত।
কভু খর ধারে
ডুবাইলে পাড়ে
দুরাশায় প্রাণ দিশা হারাইত।

(৩)

সে স্বপন স্রোতে
নাচিতে নাচিতে

কতদিন কত নন্দন-কুসুম
ভাসিয়া আসিয়া
হৃদয়ে হাসিয়া
পরাণেরে যেন পাড়া'ত ঘুম।

(৪)

কতদিন প্রাণ চাহিয়া দেখিত
আশানদী-নীরে
হাসে চাঁদ ধীরে
জোছনা তাহার খেলনিময়।
এপাশে ওপাশে
তারকার ছায়া
ঢুলু ঢুলু আঁখি ফুটিয়া রয়।

(৫)

কতদিন প্রাণ আবেশে শুনিত
আশানদী-নীরে
বাহি তরী ধীরে
সুরবালাদল মধুর গলায়,
স্বরগের গান
গাহি একতানে
কোথা তারা যেন চলিয়া যায়।

(৬)

কতদিন প্রাণ দেখিতে পাইত
আশানদী-তীরে

ছায়ার শরীরে
স্বপ্নময় দেশ—সুখের বাস
প্রাণের লাগিয়া
রয়েছে সাজিয়া
মলয় তাহাতে চির পরকাশ।

(৭)

আশা রে!
মরুহ্রদে মরীচিকা প্রায়
এ কি তোর কুহকিনী খেলা!
অদৃষ্টের অদৃশ্য বিমানে
জীবনের গতি যত যায়,
ততই আঁধার ভরা তোমার বদনে,
ভবিষ্যত ভালে যেন কাল মেঘমালা।

(৮)

বিষয়ের বিস্তৃত কাননে,
প্রবেশিব বাসনা যখন,
সুখময় ও মধু বয়ানে
দেখাইয়া ভুলালি তখন।

(৯)

ধীরে তা'য় পদার্পণ
করিলাম যেইক্ষণ

তোর মোহে হয়ে আত্মহারা !
কোথা গেলি ? ডুবাইলি—
পরাণের প্রিয় ধ্রুবতারা।

(১০)

চপলা চমক প্রায়
হাসি তোর চ'লে গেল ;
শৈকত সঙ্গীত যেন হায় !
ভাষা তোর কোথা লুকাইল ?

(১১)

নিবিড় তমসাকোলে
সে মোহ স্বপন—
আঁধারিয়া জীবনের দ্বার,
লুকা'ল কি জন্মের মতন ?

(১২)

মানব কোরক ছিলাম যখন
ছিলি তুই চির সহচর ;
শোয়াইয়া বুকে—
জননী সোহাগে
ভুলাইলি কেন অবোধ অন্তর ?

(১৩)

আশা তোরে ভালবাসি কত,
তুই মোরে গিয়েছিস্ ছেড়ে,

ছাড়িতে কি পারি আমি তোরে ?
কল্পনায় তোর মূর্ত্তি করিয়া ধেয়ান
বাঁচাইয়া রাখিয়াছি মুমূর্ষু পরাণ।

(১৪)

ছিলি যতদিন তুই সহচর
সংসার সোহাগে জুড়া'ত পরাণ।
যেই তুই হিয়া হ'তে হইলি অন্তর,
কালিমাখা হেরিলাম সংসার বয়ান

(১৫)

এখন !
সংসারের কাছে যেয়ে যদি বলি তায়—
"কেন আজি অবহেলা কর ?"
অমনি সে ঠেলে দেয় পায়।
মরা প্রাণ আর(ও) মর মর।

(১৬)

আয় আশা ! আয়,
অভাগায় যাস্‌নে ছাড়িয়ে ;
তোরে হেরে মরা প্রাণ
আবার গাইবে গান,
শুখনা তটিনী-কোলে বহিবে জোয়ার।
মরুহৃদে পুন হ'বে বরিষা-সঞ্চার।

(১৭)

আবার সে স্বপ্নময় দেশে
তোরে ল'য়ে করিব ভ্রমণ।
আয় আশা! আয় হেসে হেসে,
তুই বিনা জীবন মরণ।



ফুলের চাওনি।*

(১)

তোমার কি মায়া নাই প্রাণে?
কেন তুমি চাও মোর পানে?
মানি তুমি বড়ই সুন্দর,
মুখখানি হাসির বাসর।

(২)

তাই কি হাসিতে হয়?
তাই কি অমিয়ময়
মুখখানি ফুটাইয়া রাখ?
তাই কি পাতার কোলে লুকাইয়া থাক?

(৩)

তোমার প্রাণের হাসি হাসিবে না কেন?
কেন নাহি ফুটাইবে ফুল্ল মুখ হেন?

* এই গানটী গদ ভাঙ্গা বসন্ত বাহার জংলাতে গীত হয়।

কিন্তু তোর হাসিরাশি—
প্রাণের পরতে পশি—
ভেঙ্গে ফেলে প্রাণের আলয়।
ফুল্ল মুখ ধরি বুক কত কথা কয়।

(৫)

কথাগুলি দুলি দুলি—
যখন প্রাণেতে আসি বাজে,
"আমি নাই, আমি যাই"
এই ভাব প্রাণেতে বিরাজে।

(৬)

তবে আমি র'ব না হেথায়,
প্রাণ কিন্তু যাইতে না চায়।
কত দুঃখে চাই যে যাইতে,
তুমি নাহি চাও যে ছাড়িতে।

(৭)

এই কি! ধরিয়া বাঁধিয়া,
হাসিয়া ফুটিয়া,
আমারে পাগল তুমি করিতে কি চাও?
হেন পাগ্‌লামী করে কিবা সুখ পাও?

(৮)

না, না, আমি যা'ব না কোথায়,
বসিয়া রব তোর পায়।
নিদাঘ বায়ুভরে,

যদি বোঁটা খসি পড়ে,
বুক পাতি লইব তোমায়,
ফোঁটা অশ্রুজল দিব উপহার পায়।

(৯)

এপরাণ তোমার লাগিয়া,
ইচ্ছা হয় পোড়াইবে হাসিয়া ফুটিয়া।

(১০)

যা'র ধন তা'র যদি পোড়াণ-বাসনা—
পোড়াইব শত বার
পোড়াইব ভস্ম তার
পোড়াইব ভস্ম-ভস্ম হায়!
এই মোর প্রাণের কামনা।

(১১)

তবে তুমি দয়া ক'রে
একথাটী বল মোরে—
প্রাণ তুমি পোড়াইতে চাও,
চিরদিন হেথা রব
আর কোথা না যাইব,
এই মম সুখের কানন।
গাওরে পরাণ! তুমি এই গান গাও।

(১২)

যে মুখে সুষমা ভাসে—
যে মুখে হাসিটী হাসে—

সে মুখে কথাটী যদি মোর প্রাণ চায়।
চায় যদি পোড়াইব,
চায় যদি ডুবাইব,
বিধাতার পায় পড়ি,
শত প্রাণ ভিক্ষা করি,
রাখিব তাহার তরে ভরিয়া হিয়ায়।
ফুল্ল ফুল প্রাণ যদি পোড়াইতে চায়।

ভালবাসা।

(১)

জগতের বুকে থাকি
ভালবাসা গায় গান।
শোনে না সকলে—
যে শোনে সে আকুল পরাণ।
ভালমন্দ করে না বিচার,
সময় চাহে না নয়ন আঁধার।

(২)

শুধু এ চোখের নেশা
যা'র পানে প'ড়ে যায়,
কত সুখ! কল্পনার আশা!
প্রাণ তায় ডুবিতে চায়।

(৩)

এ নেশায় বালিকার প্রাণে
তীক্ষ্ণ তটীনীর বেগ আকর্ষক পানে ;
এ নেশায় অস্তমুখ স্থবির পরাণ
পশ্চাত ভুলিয়া গায় যৌবনের গান।
এনেশায় যৌবনেতে ঐরাবত বল ;
এ নেশায় নিজরাজ্য ছাড়ি,
পররাজ্যে মানুষ পাগল।

(৪)

ভালবাসা নাহি ধারে মানুষের ধার,
পরবাক্যে অবহেলা—শাসনে ধিক্কার!
এ মদে মাতাল-তুল সুখী কোনজন ?
এ পদে প্রণত শির নিখিল ভুবন।

(৫)

ভালবাসা যা'র কাণে
নেশার সঙ্গীত গায়।
অপমান অভিমান ভুলি,
প্রাণ তা'র পর-পদে ধায়।

(৬)

ভালবাসা!
স্বভাবের লুকান দেবতা!
পারি ছাড়িবারে বাসনা সকল,

তব মুখে স্বপনের কথা,
শুনি কে আদেশ পারে লঙ্ঘিতে তোমার ?
নিদ্রিত যে নেশার পাগল ;
সে কি থাকে বশে আপনার ?
স্বপনের পদানত জীবন তাহার।

(৭)

তাই প্রভু, নমি তব পায়,
সাধ্য নাহি যাইতে কোথায়।
কাঁদাও হাসাও দেব ! যা' ইচ্ছা তোমার
থাকিতে ও পদতলে দাস অনুক্ষণ
হৃদয়ের বাসনা অপার,
সুখ (ই) স্বপ্ন সংসারের দুঃখ জাগরণ।

বিচ্ছেদ।

(১)

দু'টী ফুল ধরি [illegible]লী
চ'লেছিল সাগরের দেশে।
তটিনীর নীরে
ক্ষণেক ডুবিয়া, ক্ষণেক ভাসিয়া
যেতেছিল অতি ধীরে ধীরে

দেখে ফল ফুলময় গাছ
দাঁড়াইয়া তীরে।
কত ডুবাডুবি, কত ভাসাভাসি—
কত মিশামিশি দু'জনেই হেসে।

(২)

যেতেছে ভাসিয়া—
তটিনীর সঙ্গীত শুনিয়া,
তারকার ছায়া হৃদয়ে আঁকিয়া,
চাঁদের জোছনা মুখেতে মাখিয়া,
যায় ফুল দু'টী সাগরে ভাসিয়া।

(৩)

জানিত না তা'রা
তটিনীর কোলে লহর আছে;
জানিত না তা'রা
সমীর তারণে তাহারা নাচে;
জানিত তা'রা
সবাই জগতে তা'দের লাগি
সুখে সুখী
সবাই তা'দের দুঃখের ভাগী।

(৪)

দু'য়ে দু'য়ে হৃদয় বাঁধিয়া
দু'য়ে দু'য়ে গলা জড়াইয়া

কত সুখে বুকে বুকে নেচে নেচে যায়।
মন্থর লহরভরে
মাঝে মাঝে খ'সে পড়ে
আবার দু'খানি দেহ আসিয়া মিশায়।
ঐ দেখ দুই প্রাণ এক হ'য়ে যায়।

(৫)

ফুলেতে ফুলেতে গাঁথা—
হৃদয়ে হৃদয়ে কথা,
একতালে দু'হৃদি নাচনি
একতানে হৃদয় গাহনি।

(৬)

যায় আর হাসে, হাসে আর যায়;
জলগুলি প্রাণ খুলি চোখ মেলি চায়।

(৭)

লহর ফুটিয়া উঠিল তখন—
ধীরি ধীরি তা'র বাড়িল তারণ,
ধীরি ধীরি তা'র নীরব খেলা।
ধীরি ধীরি তায় বাড়িল বেলা,
নীর নয় থির হইল অথির,
কল কল জল গরজে গভীর।
পাহাড় আকার লহর তুলিয়া
দু'দিকেতে দু'টী ফুল দিল ভাসাইয়া।

(৮)

লহর দরপে ছাড়াছাড়ি হায় !
প্রাণের বন্ধন ছিঁড়িতে না চায়।
যায় আর চায় দোঁহে দোহাপানে,
চাহনি দোঁহারে ধরিয়া টানে;
পরাণে পরাণ ছাড়িতে কি চায় ?

(৯)

হায় ! এবন্ধন ছিঁড়ে
দু'য়ে জনমের তরে
দু'দিকেতে গেল যে, ভাসিয়া।
আর সে নাচনি নাই
আর সে গাহনি
নীরব চাহনি গেল নয়নে মিশিয়া।

(১০)

রে কুসুম !
প্রাণের বন্ধন ছিঁড়ে
তুমি এসাগর পাড়ে,
আরটী কোথায় গেছে চলে।
কেহ নাহি দিবে একথাটী বলে।

(১১)

আয় ফুল তবে আয়
বুকেতে তুলিয়া লই ;
বস্ এসে অভাগা-হিয়ায়
তোর কাছে প্রাণ খুলিয়া কই !

(১২)

আয় আয় আয় আয় রে ফুল !
প্রাণের ব্যথায় আমিও আকুল।
দোহারি পাশে দোহায় বসিব—
মরমের কথা খুলিয়া কহিব।

(১৩)

গলাগলি ধরি দু'জনে কাঁদিয়া,
জুড়াই দোহার তাপিত প্রাণ।
আয় ফুল বুকে লই রে তুলিয়া
গাই দু'য়ে মিলি দুঃখের গান

বাসনা।

(১)

হৃদয়-মাঝারে সাগরের মত
ভালবাসা মম লুকান ছিল ;
ছিল না লহরী, ছিল না গর্জ্জন
তবু ভরা ছিল হৃদয় তল।

(২)

ভেবেছিনু মনে।
হাসিবে আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ,
জোয়ারের খেলা খেলিবে হায়
লহর তুলিয়া নাচিতে নাচিতে
জগতব্রহ্মাণ্ড ভাসাব তায়।

(৩)

হাসিল না চাঁদ, এল না জোয়ার ;
খেলিল না তায় লহরদল।
নীরব সাগর নীরবেই হায় !
হৃদয় মাঝারে লুকায়ে গেল।

(৪)

ভালবাসা মর্ম কুসুমের মত
ফুটা ছিল চুপি হৃদয়-কোণে ;
সৌরভ সুষমা কোথাও তাহার
খেলিত না এই হৃদয় বিনে।

(৫)

ভেবেছিনু মনে
যা'র সনে হ'বে দেখাটী আমার
তাহারেই ডাকি স্নেহের স্বরে।
ফুলটী ছিঁড়িয়া হাসি মাখাইয়া
উপহার দিব প্রেমের ভরে।

(৬)

ফুটেছিল ফুল দেবতার তরে,
উপহার দিব দেবতা-পায় ;
পূজার বাসনা পূরিল না আর
নিরাশে কুসুম শুকা'ল হায় !

সঞ্চার।*

(১)

উঠিছে বয়স চাঁদ,
খালি তাহে তীর তীর ধারে
ছুটে'ছে জোয়ার ক্ষুদ্র বীচিমালা কোলে
বালিকার সুকোমল দেহ নদী-নীরে।

(২)

চিদাকাশ ছিল নিরমল
বাহ্য তপনের† তাপে বাষ্পের সঞ্চারে
দেখা দেয় তার মাঝে মাঝে
বাসনার নব ঘন দল।

(৩)

মন মাঝী বায় তরী
ধরেনি' কখন হাল কিবা দাড়,
কোথা যাবে বালিকা কাণ্ডারী
নাহি জানে কিবা লক্ষ্য তার।

(৪)

দেহে নব বসন্ত সঞ্চার,
মুখে নব জোছনা খেলায়,

* এই কবিতাটী ১৩০১ বঙ্গাব্দের "উষায়" প্রকাশিত হয়

† বাহ্য জগতের।

চুল গুলি থরে থরে
মুখে বুকে খ'সে পড়ে
তুলিতে তা পরশে শিহরে !
আপনার দেহ পানে চাহি, আপনি সরম পায়,
ভাবে অপরাধী কত অপরাধ ক'রে।

(৫)

পারেনা বুঝিতে
ক্ষণে ভাবে চিতে
হায় ! একি হইল আমার ?
ঢাকিতে চাহে, জানেনা ঢাকিতে,
বালিকার করে যুবতী-ভার।

(৬)

এখনও বালিকা
কোমল কলিকা
বালিকার মত ডাকিতে চায় ;
গান নয়, তবু মধুর নিক্কণ
সপ্তস্বর তার প্রতি পরদায়,
আপনার স্বরে আপনি সরম পায়।

(৭)

চাহনিতে সরলতা এখনও বিরাজে
তাহে আগে পরের চাহনি
অনিমেষে পারিত সহিতে,

আজি তায় সরম ঢাকুনি
মাঝে মাঝে চাহে যে ঢাকিতে,
সরলে সরম স্বরগ সাজে।

(৮)

ক্ষণেক সাথীর দলে
বালিকার মনে খেলে ;
ধুল বালি মাখা গায় ল'য়ে ধুল বালি,
পুতুল পুতুল সনে
বিয়ে দেয় ফুল্ল মনে
আপনি মনের মত করি ঘটকালী।

(৯)

আবার কি ভাবি' মনে
খেলা সাথী ছাড়িয়া নিমিসে,
মায়ের পাশেতে যে'য়ে বসে,
আদরে মা বাঁধে চুল পরম যতনে।

(১০)

পরিয়া নূতন খোপা মুছিয়া বদন,
সাধ ক'রে পান খায়,
অধর রঞ্জিয়া যায়,
আরসীতে নিজ মুখ দেখিয়া তখন
আবার একটু সরম পায়।

(১১)

এক খানি পরিষ্কার বসন পরিয়া,
হেথা হোথা ক্ষণকাল আসে বেড়াইয়া ;
কাহারে দেখাবে বলি নয়,
লক্ষ্যহীন বালিকা বাসনা—
সেই ভাব কতক্ষণ রয় ?
আবার সে বাল্য ভাব ধুল বালি ময়।

(১২)

নবীন যুবক পাশে
খেলিবারে ভালবাসে
তাহে শুধু বালিকার ভাব।
সরল দুষ্টুমি ক'রে
ক্ষণে তার গায় পড়ে,
ক্ষণে মনে কি যেন ভাবিয়া,
পড়ি গায় ধরি তায় উঠে শিহরিয়া,
দেখে কবি দূরে দাড়াইয়া।

(১৩)

না চাহিলে ফিরে চায়,
চাহিলে সরিয়া যায়,
মাঝ গাঙ্গে মন তরী ফিরে ;
পালাইতে চায়, পালা'তে না পায়
ডাকাতের বড় ভয় !
কখন (ও) বা ধরা পড়ে।

(১৪)

ছোট বটে যুঁই ফুল সৌরভে অতুল,
কার প্রাণ লভিতে চাহে না ?
সান্ধ্য গগনের অস্ফুট তারকা
কোন জ্যোতিষের চাহনি টানেনা ?

(১৫)

সুন্দর যুবক দিন দিন দেখে
লুক চুরী ভাব বালিকার,
ঘোর নেশা ! স্নেহ ভরা বুকে—
প্রাণ ময় মত্ততা সঞ্চার।
একদা সোহাগ ভরে
গাল ছু'টী টিপি করে
বলে "রে পাগলী, তোর পাগল খেলনি
বড় ভাল লাগে তোর চঞ্চল চাহনি।"

(১৬)

ওমা ! ডাকাতের কত ভয় !
আজি যে, ডাকাত ধরিয়া করে ;
চাহনি যে, তার ডাকাতির কথা কয় !
রক্ষা কর জগত সংসার
আসিবে না আর !
"ছি,, বলে দূরেতে সরিয়া পড়ে।

(১৭)

ছু'টে যে'য়ে ক্ষণকাল বসে মার পাশে,
আবার ফিরিয়া আসে।
এইবার বালিকারে নূতন বদন—
গাম্ভীর্য্যের নূতন ভবন।
যাইতে বাসনা কাছে যাইতে পারে না,
থাকিবে কি যাবে তার কিছুই বোঝেনা।

(১৮)

গোলাপী নেশার খেলা নয়নে খেলায়;
ঘোর নেশা যুবকের চাহনিতে ভায়।
অমনি উঠিয়া হায়!
করেতে ধরিয়া তায়,
বলে বড় ব্যাকুল পরাণে—
"কেন হায়! দেখিয়া পালাও
"আর কেন পরাণ লুকাও?
"বুঝিয়াছি, বুঝিয়াছ দাহ যে আগুণে!"

(১৯)

শুনি এ আশোনা কথা
মুখা'নি শুকায় তার।
কাঁপে দেহ চাহে চারিভিতে;
রক্ষা কর মানব দেবতা!
রক্ষা কর জগত সংসার!
ধনে প্রাণে ধরা পড়ে ডাকাতের হাতে।

(২০)

মুখে কথা নাই; চোখে ফোঁটা জল ;
আবার ডাকাত কয় নেশায় পাগল—
"এস পাগলিনী,
"অভাগায় ধরিয়া দাড়াও,
"মুখ তুলি চোখে চোখে চাও।
"নিতি দেখি, দেখার বাসনা
"খালি বাড়ে কভুত মিটেনা ;
"শুধু সদা দেখিবারে চাই
"এই ভিক্ষা তাহা যেন পাই ;
"প্রতিকূলে সমাজ সংসার—
"আশা কভু হবেনা পূরণ ;
"প্রাণ ময় স্নেহটী আমার
"ভুলিওনা, অভাগায় ভু'লনা কখন।"

(২১)

এত বড় বড় কথা !
বালিকার কোমল পরাণ,
কি সাধ্য সহিতে পারে ?
একবারে হ'ল ম্রিয়মাণ।

(২২)

গুরু ভার গুরু নিষ্পেষণে
দীঘল নিশ্বাস ছলে—

ডাকাতে ডাকিয়া বলে--
সরমের নীরব কথনে
"পড়িয়াছি ধরা নাথ !
"করিয়াছি অপরাধ,
"ধন রত্ন নাই, যাহা আছে লও।
"বালিকা আমি সহিতে পারিনে,
"ডাকাতির কথা আর নাহি কও।"

(২৩)

এই বলি নীরব ভাষায়
পুন বালা পালাইতে চায় !

(২৪)

ডাকাত পেয়েছে ধনের সন্ধান—
ধড়া পড়া যুবক বুঝিয়া,
করে তা'র চিবুক তুলিয়া,
কোমল কপোল পরে
একটী চুম্বন করে'
পুন কয় মোহময় কথা বালিকারে—
"যেথা থাকি, যেথা থাক
"চির দিন মনে রেখ
"এই ভিক্ষা ভুলনা আমারে।"

(২৫)

মা বাপের স্নেহের চুম্বন
শত শত সহিয়াছে অকাতরে ধীরে ;
অজানা এ নবীন চুম্বনে
তাড়িত প্রবাহে যেন স্পন্দন শরীরে।

(২৬)

আবার সে নীরব কথায়—
"বলে' প্রাণ নাথ!
"ক্ষম অপরাধ
"রক্ষা কর ক্ষুদ্র বালিকায়।"

(২৭)

ডাকাত কেবল চাহে নত মুখ পানে,
যত চায়, তত পায় ধন রত্ন বালিকা সদনে।

(২৮)

কোথা' হ'তে কোন রাজ্যে, বালিকা অজ্ঞান!
ভুলেছে যুবক, দেখেনা চাহিয়া
বিচারে যে, নির্ব্বাসন—দূর আণ্ডামান!

(২৯)

দেখিয়া দোহার প্রাণ
গায় কবি গায় গান,
গায় কবি সম বেদনায়!
হৃদয়ের প্রতিধ্বনি হৃদয়েই স্থান।

(৩০)

"বালিকারে ! জাননা কখন
"প্রণয়েতে কত জ্বালাতন,
"প্রকৃতি-যুকতি শু'নে
"বাসনা যাহার পানে,
"সে উৎসর্গ সংসারের হায় ! পরকরে।
"তুমিও সাজিছ পরে উৎসর্গের তরে।
"সুখের স্বপন কভু হয়না পূরণ।"

বিশ্বাস—প্রতিভা।

(১)

মোহ মত্ত বাসনায় মজি,
বিশ্বাসের শান্তিময় মুখ
ভুলিলাম অবহেলে,
সুবিশাল বিশ্ব কোলে;
লভিবারে হৃদয়ের সুখ ;
দিশা হারা—হেথা হোথা খুঁজি।

(২)

দেখিলাম একটি কানন
একটী তটিনী বহে চুম্বিয়ে চরণ।
এই দু'য়ে প্রবেশিতে
বাসনা বিষয়ী-চিতে,
তাই আশা তার পানে ধায় মুগ্ধ মন।

(৩)

মায়া-বন, মায়া-নদী
দোহায় মিশা'য়ে হৃদি
প্রাণে প্রাণে হাসি মিশাইয়া,
সোনার সংসার কোলে রয়েছে সাজিয়া

(৪)

একে হাসে প্রসূন বয়ানে,
অন্যে গায় কল্লোলিনী তানে,
হাসে গায় দু'জনেই সুখে
দু'টী ভাই বোন্ যেন জননীর বুকে।

(৫)

দুই জনে খুলে দিয়ে মোহের মূরতি
আকর্ষিছে মানবের রতি।

(৬)

সুখাশে উন্মত্ত প্রাণে
ধাইলাম বন পানে,
একি ! একি ! হায় ! করি দরশন ?
কোথা' লুকাইতে চায় মায়ার মোহন ?

(৭)

গায় পাখী কোথা' উড়ে গেল ?
পাতার আড়ালে যে'য়ে
ফুল গুলি কেন লুকাইল ?

বলে তারা ডাকিয়া আমায়—
"অবিশ্বাসী, এসনা হেথায়।
"বিশ্বাসের সহচর
"মোরা দু'টী নিরন্তর,
"অবিশ্বাসে নাহি দেই ঠাঁই।
"অবিশ্বাসী হেরে দূরে তরাসে পালাই।"

(৮)

ভগ্ন প্রাণ পড়িল কাঁদিয়া,
পিপাসায় বুক ফেটে যায়!
কার কাছে যাই, না পাই ভাবিয়া,
বাসনা যে আবার (ও) ঘুরায়।

(৯)

দেখিলাম বনপাশে
কল্লোলিনী হেসে হেসে
ঢেউ কোলে চলেছে সাগরে
পিয়াস-কাতর প্রাণে
ছুটিলাম তার পানে
আসিলাম আশাময় তীরে।

(১০)

বুক ফেটে যায় পিপাসার ভরে
নদী নীরে বাড়াইনু হাত,
একি! একি! হায়! বঞ্চনা এ কিরে?
অকস্মাৎ বুকে বজ্রাঘাত!!

(১১)

শুনিলাম কলস্বরে
তটিনী বলিছে ধীরে—
"অবিশ্বাসী, ছুঁয়োনারে জল,
"অমল শরীর মোর হইবে সমল।"

(১২)

এই বলি লহরের পদ বিক্ষেপনে
জলরাশি সাগরে লুকা'ল
নদী বক্ষ মুহূর্ত্তে শুকা'ল।

(১৩)

বসিয়া পড়িনু হায়। তীরেতে তাহার,
সুখ চাই, কোথা পাই কোথা যাই আর?
মায়া বন মায়া নদী
সবাই নির্ম্মম যদি
নিরাশায় মথিল পরাণ।
হৃদি অন্তস্তল হতে
বরষার প্রবাহেতে
বদ্ধ অশ্রু ছুটাইয়া নয়নের দ্বার
ভাসাইল গণ্ডমুখ অতি তীব্র ধার।

(১৪)

অন্ধতায় ঘেরিল আসিয়া
চারিদিক হ'ল জ্যোতিহারা।

দৃষ্টিহীন আঁখি দু'টী—
ক্ষণে পড়ি ক্ষণে উঠি
চলিলাম ধীরে ধীরে হ'য়ে আত্ম-হারা
পদে পদে পথ বিচারিয়া।

(১৫)

কোথা যাই, কোথা মম বাসনার স্থল ?
লক্ষ্য হীন চলেছি কেবল
অলক্ষ্যে যুড়িয়ে করে
বলিলাম দীন স্বরে
"শান্তি নাই, শান্তি চাই, শান্তির ভিখারী !
"ফোঁটা শান্তি বিনিময়ে প্রাণ দিতে পারি।"

(১৬)

গণ্ড বাহি বহে অশ্রুজল,
কাঁপে পদ পতন-তরাসে,
অন্ধ গতি হইয়ে চঞ্চল—
আসিলাম ধীরে এক গুহার সকাশে।

(১৭)

আগুলিতে এক পদ যেই বাড়াইনু,
অকস্মাৎ স্থিতি হারাইনু
উলটি পালটি হায় !
ঘুরিতে ঘুরিতে তায়
পড়িলাম সেই ঘোর অতল গুহায়,
বিলুপ্ত মস্তিষ্ক ক্রিয়া সে পতন ঘায়।

(১৮)

সংজ্ঞা যবে এ'ল পুন, ফিরে
চাহি ঊর্দ্ধে পেলেম দেখিতে—
আঁধারে পর আঁধার রাখিয়া
মহা-ঊর্দ্ধ রয়েছে সাজিয়া,
তার ঊর্দ্ধে ক্ষীণালো বিহরে,
অশক্ত মানব-দৃষ্টি তথায় উঠিতে।

(১৯)

সেই মহা-ঊর্দ্ধে দেখিলাম হায়!
গিরি-চূড়া ভীষণ দর্শন!
সূত্রে বাঁধা এই যেন হ'তেছে পতন
ছিন্নতায় জড়-ভাব অভাগা-মাথায়।

(২০)

ভয়ে দু'টী মুদিয়া নয়ন
মরণের অপেক্ষায় বসি—
শুনিলাম অদূরে তখন
জলধির ভীষণ গর্জ্জন।

(২১)

কড় কড় নিনাদিয়া
চপলায় চমকিয়া
ভীম-পরাক্রমে ঝড় উঠিল গর্জ্জিয়া

বেলা বেলা'পরে
উর্ম্মি উর্ম্মিশিরে
জলধির জলরাশি উঠিল কাঁপিয়া।

(২২)

মুহূর্ত্তেতে ডুবাইল সোনার সংসার,
মুহূর্ত্তে গুহার গর্ভে তার খরধার,
শো শো রব উঠে তায়
শত প্রপাতের প্রায়
অভাগায় ডুবাইয়া হতেছে পতন!
পুরাইয়া পরাণের শেষ আকিঞ্চন।

(২৩)

যায় প্রাণ বাসনার দাস!
বদ্ধ হ'য়ে আসিছে নিশ্বাস,
কারে ডাকি, কেহ নাই, কে রক্ষিবে হায়!
এইবার সকল(ই) ফুরায়।

(২৪)

এই বার এইবার
ছুটাইয়া বদ্ধ দ্বার
বাহিরিল কথা কম্পিত অধরে—
"কোথা দয়াময়! এ সময় বাঁচাও আমারে।"

(২৫)

একি দেখি জ্যোতির্ম্ময়ী বালা!
সম্মুখেতে দাঁড়াইয়া হায়!

দুঃখে যেন হইয়ে আকুল।
'বিশ্বাস-প্রতিভা' নাম ললাটেতে ভায়।

(২৬)

খুলে গেছে আঁখি খুলে গেছে মুখ,
ছল ছল নেত্রে রহিনু চাহিয়া,
দেখিলাম জোছনার হাতে
অভাগায় তুলিল ধরিয়া।

(২৭)

সুর সঙ্গীতের তানে
ঢালি সুধারাশি কাণে
বলে "বাছা! আমারে ছাড়িয়া,
"শান্তিসুখ কোথা' পাবে বল?
"আমা ছাড়া মানবের হিয়া
"শূন্যময়! কি আছে সম্বল?"

(২৮)

আর কি ছাড়িতে পারি তায়?
জড়াইনু তাপিত হিয়ায়।
মেঘে সৌদামিনী সাজে
পশিল হৃদয়মাঝে।
অবিশ্বাস-অন্ধকার দূরে পালাইল—
মনোগৃহ আলোকে ভাতিল।

(২৯)

আবার সে বুকভরা ডাকে
ডাকিলাম হৃদয়-সখাকে—
"কোথা দয়াময়! দেখা দেও
আর কেন আঁধারে লুকাও?"

(৩০)

সে নামের বিজয়ী নিনাদে
মহাবল প্রবেশিল হৃদে
বক্ষস্থল বিস্তারিয়া
শৈলসম দাঁড়াইয়া
প্রকৃতিরে ডাকিনু আহবে—
"আয় প্রভঞ্জন আয়,
প্রলয়ের ভীম-কায়
আয় রবি, দাবানল করে।
আয়রে জলধি, আয়, পাহাড় লহরে,
পড়ি বক্ষে চূর্ণ হ'য়ে যাবে।"

(৩১)

কি সাধ্য সে বেশ রাখিতে তাহার?
সে নাম শুনিয়া
মৃত্যু যায় দূরে পালাইয়া।
প্রভঞ্জন মলয় পবন
রবিকর কৌমুদী সাজিল,

জলধির গরজন
যেন ভ্রমর গুঞ্জন
গিরিগুহা কোথা লুকাইল ?
সংহারে সংহার-মূর্ত্তি প্রকৃতি তখন,
দিগাঙ্গনা হাস্যময়ী আবার হাসিল।

(৩২)

শুনি কয় বিবেক তখন
"সুখময় সংসার-কানন,
অবিশ্বাসে হ'য়ে আত্মহারা
শান্তিহারা ক'রে ছিলে তায়,
আজি শান্তিদানে পুন ভুষিবে তোমায়।"

অথির মেয়েটী কার খেলিয়ে বেড়ায় ?*

(১)

অথির মেয়েটী কার ভাবের গুমরে—
খেলিয়ে বেড়ায় ?
হাসির গড়ন হাসির বদন
হাসির চাওনি খানি নয়নে খেলায়,
ওঙ্কার অথির মেয়ে খেলিয়ে বেড়ায় ?

(২)

পাগলিনী নয় বালা তবু যে পাগল
পাগল হৃদয়।

---

* এই কবিতাটী "আলোচনাতে" প্রকাশিত হইয়াছিল

হেলিয়া দুলিয়া　　　নাচিয়া নাচিয়া
আধ আধ কথা কেমন নাচনি ময়
এমন পাগল মেয়ে কার ঘরে হয় ?

(৩)

ঘরের বালিকা নয় স্বভাবের শিশু
স্বভাবের কোলে।
নাচিছে আপনি　　　নাচায় পরাণী
নাচিছে সংসার ওপদ ঘুঙ্গুর রোলে।
নাচে জল নাচে স্থল বালিকার তালে।

(৪)

নাচে নদী সিন্ধু ছাড়ি ধরিয়া উজান
লহর তুলিয়া।
মলয় সমীরে　　　নাচে ধীরে ধীরে
লতা পাতা ফুল ফল ধীরে দোলাইয়া,
বালিকা সংসার দেখ দিছে মাতাইয়া।

(৫)

ফুলেরা যখন খুলে রাখে মুখখানি
পাতার আড়ালে।
হাসিতে হাসিতে　　　নাচিতে নাচিতে
অথির বালিকা যেয়ে ব'সে পড়ে কোলে
সুন্দরে সুন্দর তখন অমিয় ঢালে।

(৬)

তরাগে যখন ছোট খাট ঢেউগুলি
মলয় তাড়নে—
পিছি পিছি ধায় ফিরে নাহি চায়
একেরে ধরিতে আরে কোমল চরণে
সাঁতারে বলিকা যে'য়ে তাহাদের সনে।

(৭)

আকাশে হাসিলে চাঁদ ঢালিয়া চাঁদনি
জুড়াতে চকোরে।
সুখে উড়ে তারা যেন মাতোয়ারা
শ্বেতময়ী বসুন্ধরা কৌমুদ-অম্বরে।
বালিকা চকোর সনে খেলে সে সাগরে।

(৮)

বনে বনে গায় পাখী বনে গানগুলি
যায়যে মিশিয়া।
বালিকা তখন অথির জীবন
চুপি চুপি শোনে তাহা বনে লুকাইয়া
কাঁপে না বিজনে কভু বালিকার হিয়া।

(৯)

যুবতী যখন দোলাইয়া কেশরাশি
মন্থর গমনে।
পিছে পিছে যেয়ে আচল ধরিয়ে

বালিকা চাহিয়া থাকে হেসে তার পানে,
পিছে যায় চুপি আচল ধরিয়া টানে।

(১০)

ভীষণ সাগর বক্ষ বিদারি যখন
বীচি খেলা করে!
তীরেতে বসিয়া দেখে সে চাহিয়া
ঝাপ দেয় মত্তপ্রাণা উর্ম্মিময় নীরে
মানস মোহিনী বালা মানস সাগরে।

(১১)

ভয় নাই প্রাণে, ভয় কি জানে না বালা
সদাই অথির।
বিজনের কোলে তুঙ্গ গিরিদলে
ভাসাইলে রাশি রাশি অভ্রভেদী শির
আরোহী নিরখে মূর্ত্তি থির প্রকৃতির।

(১২)

যমুনা-পুলিনে শ্যাম বাশরীর তানে
তুলিলে লহর।
যমুনা নাচিত গোপিনী ভুলিত
নাচিত তাদের সনে বালিকা অন্তর।
বাজিত বাশরীসনে বালিকার (ও) স্বর।

(১৩)

বিরহ-বিধুরা যবে হতাশ পরাণে
কুলবধূ কুল।
ভাসে অশ্রুনীরে ব্যাকুল অন্তরে
সোহাগে বালিকা তার দোলাইয়া ছুল
আচলে মুছায় মুখ বেঁধে দেয় চুল।

(১৪)

সঙ্গীত-লহরী বাতাসে করিয়া ভর
উঠে তালে তালে।
অদূরে অমনি শুনি প্রতিধ্বনি
বালিকা উন্মত্ত হৃদে আসি কুতুহলে
লহর করিয়া ভর ভাসে শূন্য-কোলে।

(১৫)

কে কবে দেখেছ এমন পাগল মেয়ে
এমন চঞ্চল?
সুহাস বদনী অথির নয়নী
অথির ভাবেতে গলা পরাণ কোমল,
জানি কি উহার নাম ভাবে টলমল?

(১৬)

ছুঁয়োনা উহারে কেহ বড় মায়াবিনী—
জানে কত মায়া।

শিয়রে বসিয়া	কি যেন কহিয়া
সংসারের ছায়াপথ দেয় দেখাইয়া
বিমানে মানস-পাখী ধীরে উড়াইয়া।

(১৭)

হাসিটী উহার নির্ম্মল চাঁদনি ময়
হাসায় জীবন।
ভাষাটি উহার;	লহর বীণার
সংসার রবাব-হৃদে রয়েছে মগন,
যে শুনে সে মজে প্রাণে অমিয়-বচন।

(১৮)

লতা পাতা ফুল ফল চাঁদিমা চাঁদনি
সাগরের জল।
বন পাখীদল,	তটিনী সকল
কথা কয় ও'র কাণে আহ্লাদে মগন,
তরল কথাটী করে পরাণ তরল।

(১৯)

কবিতা গো! যাও চলি এ'স না হেথায়
এ মরু-হৃদয়ে—
বহিবে কি আর	তটিনীর ধার?
থাকিবে হৃদয় শুষ্ক হৃদয়ে মিশিয়ে,
কি করিব তোর হাসি তোর ভাষা দিয়ে?

মেঘ।

(১)

ঐ দেখ আকাশের গায়
এক ফোঁটা মেঘ ভেসে যায়।
চাহেনা কাহার (ও) পানে,
ভাসিছে আপন মনে
অনন্ত বিমানে নিবন্তপ্রায়;
যায় যায় যায় ফিরে না চায়।

(২)

দশদিকে ও'র শূন্যের সাগর,
মাঝখানে উড়ে হয়ে একেশ্বর,
কথাটী নাইকো মুখে,
ফোঁটাটী নাইকো চোখে,
আপন প্রাণের দুঃখে আপনি কাতর।

(৩)

তোমরা কি কেহ দেখেছ উহার প্রাণ?
তোমরা কি কেহ শুনেছ হৃদয়-গান?
ওযে কথাটী কয়না কারে,
ওযে পালায়, চায়না ফিরে,
আপনে আপনি ডুবি করিছে পয়াণ।

(৪ ০)

আমি কিন্তু কহিবারে পারি
প্রাণের কথাটী ওর।
বলোনা কারেও, পায় ধরি,
ওর প্রাণ বড় দুঃখেতে ভোর!

(৫)

একদিন গিয়েছিল দামিনীর ঘরে,
বলেছিল তার কত পায় ধরে,
"দামিনী, তুমি আমার না?"
দামিনী বলিল 'না—হে—না,'
'হে' কথায় করি 'হাঁ' কথা ভুল,
বোকা মেঘ হ'লো আরো যে আকুল।

(৬)

লুটিয়া পড়িল অমনি পায়
পাও ছাড়ি হাত তুলিল গায়।

(৭)

ভালবাসা তার পায়েতে ঠেলি,
ভামিনী দামিনী গেল যে চলি।

(৮)

মাটিপ'রে মেঘ পড়িয়া রয়,
দামিনীরে ডাকি কাতরে কয়—
"কেন মোরে অবহেলা কর?"

কেন মোরে ফেলে তুমি যাও ?
প্রাণ মোর কত যে কাঁতর
তুমি তার সাড়া নাহি পাও।
তোমায় দু'বেলা দেখিছি চোখে,
জান কত আশা পুষিছি বুকে ?
সেই বুক দেখাতে তোমায়,
লুটিয়ে পড়েছি তোমার পায়
দেহ যে দাহনে দহিয়ে যায়,
জানাইতে হাত দিয়েছি গায়।"

(৯)

এমন সরল প্রেমের গান,
দামিনীর কাণে পেলনা স্থান।
হতভাগা মেঘে ফেলিয়া হায় !
দামিনী তখন চলিয়া যায়।

(১০)

ধূলা মাখা গায় ধূলার বরণ,
প্রাণের ব্যথায় উঠিয়া তখন,
অনন্ত শূন্যেতে ভাসে দুঃখেতে মগন।

(১১)

তাই উড়ে যায় শূন্যের সাগরে,
উপেক্ষার জন, কি কায ঘরে ?
যারে ভেবেছিল আপন বলি,
উপেক্ষায় গেল পায়েতে ঠেলি।

(১২)

যার লাগি ঘর সে ভাবিল পর,
হৃদয়-ছবি নিদয় হ'ল ।
সংসারে তাহার কিছু নাই আর,
তাই সে তাহার পরাণ ভাসিল ।

(১৩)

অনন্ত শূন্যতে তুমি ভাসিছ ভিখারি !
অনন্ত সংসারে ভাসে কত নর নারী ।

প্রেম ।

(১)

সাগর-হৃদয়ে ভরা মুকুতার দল,
আকাশ-হৃদয়ে ভরা তারা সমুদয়,
আমার হৃদয় শুধু আমার হৃদয়—
স্নেহে ভরা পুরা সদা স্নেহে টলমল ।

(২)

সাগর অনন্ত অই অনন্ত আকাশ,
অনন্ত অনন্ত মম হৃদয় কোমল,
তারকা মুকুতা হতে আরো সমুজ্জ্বল,
হাস্যময় স্নেহমম থির পরকাশ ।

(৬)

বস তবে এ অনন্ত হৃদয়ে আঁসিয়া,
স্নেহের প্রতিমাখানি হৃদয়ের ধন !
আকাশ সাগরসহ এ হৃদি কেমন—
স্নেহের অমিয়-স্রোতে চলেছে ভাসিয়া।

ফাকি যুকি।

(১)

চিনিলাম বুঝিলাম
সংসার তোমায়,
সাজান বাগান মাঝে
আকাশ কুসুম রাজে
সাজায়ে রেখেছ কায়
মায়া মরীচিকা প্রায়।

(২)

আশা যবে বসে কোলে করি,
কাড়িয়া লইতে চাও কোলে।
স্বারথের সঙ্কেত নেহারি,
চাহ পানে হাসি প্রাণ খুলে
সম্ভাষণ প্রিয়জন বলে।

(৩)

যেই আশা পাশ ছাড়ি যায়,
ভগ্নপ্রাণ ভাসে নিরাশায়,
কোথা আর প্রফুল্ল আনন ?
ভ্রূকুটীর প্রিয় নিকেতন !
স্নেহস্বর গরজনময়,
প্রিয়জন পরজন হয়।
প্রভাত তারকাতুল
আকাশ কুসুমচয়
একেবারে নিবে যায়
আকাশ আঁধারময়।
মায়া মরীচিকা খেলা মুহূর্ত্তে ভুলিয়া,
সেই ঘোরতর মরু বসলো সাজিয়া।

(৪)

চিনেছি সংসার তোরে—
বুঝিয়াছি ভাল ক'রে,
এতদিন ভুলিয়াছি
শুধু বুঝি নাই বলে।

(৫)

রে সংসার !
যে জন ডুবাবে নিরাশা পাথারে,
তার কাণে কেন আশার গান।

শুকাইবে জানি তপন তাড়নে
মরুহৃদে কেন কুসুম দান ?
ফলিবে না যদি বাসনা-বল্লরী,
হৃদিকোলে কেন জড়াও তায় ?
দেখা দিয়ে যদি ডুবাবে আঁধারে,
কেনবা দামিনী চমকে চায় ?
কেন ঊর্দ্ধগামী কোমল লতিকা
বিটপী সহায় যদি না পায় ?
কাঁদাইবে বলি বিধুরা বালিকা,
কোকিলা কি তার কাকলী গায় ?
কেন ফাঁকি যুকি আশার ছলনে,
তটিনীরে কহ সাগরে যাও ?
ছলনায় গাথি ভুলানির মালা,
মানুষে ভুলাতে মানুষে দাও।
কেন পথীজনে ছায়ার ছলনে,
বিষ-তরুতলে আদরে ডাক,
কেন ভগ্নতরী মগ্ন হবে জানি,
শত ছিদ্র তার ঢাকিয়ে রাখ।

(৬)

রে সংসার !
অনন্ত দেবের স্নেহ
অনন্ত মূরতি ধরি,

তোর হৃদি তোর দেহ
আছে পূর্ণ করি।

(৭)

সে দেবের করুণ রচনা
কোন প্রাণে লুকায়ে রাখিয়া,
হেন আঁধিয়ার
কপট আকার—
স্বার্থময়ী স্বার্থের বাজনা—
বাজাইছ মানবে মোহিয়া।

(৮)

সরলতা মরতের অমর ভূষণ
কুটীলতা নরকের বিষ বরিষণ

(৯)

সুর পুরে পিশাচের গান—
শুনিতে চাহিনা আর,
বুঝিয়াছি রে সংসার,
দরশনে যেই জন নহ সেই জন
হৃদয় গরলময় মুখে মধুভান।

(১০)

সাধ্য যদি থাকিত এখনি
কেড়ে লয়ে বিধাতার বিধাতৃ-লেখনী
লিখিতাম ভগ্ন প্রাণে
তব নাম সঙ্গোপনে

"স্বার্থসার স্বার্থাকার ব্যর্থ এ সংসার,
নিঃস্বার্থের কথা খালি ফাঁকি যুক্তি তার

পতন।*

(১)

বড় একটা প্রাণ ছিল প্রাণের ভিতরে,
অকালেই কোথা যেন গেল তাহা পড়ে।
মরা প্রাণ প্রাণ হারাইয়া
তাই তাহা বেড়াই খুজিয়া।

(২)

জহরী আছিল এক
হৃদয়ের হাহাকার শুনে,
চুপি চুপি বলে দিল কাণে—
"বাছারে!
"একটী রতন আছে মোর
"প্রাণের যোড়াটী তাহা হবে বুঝি তোর।"

(৩)

শুনি কথা জাগিল পরাণ,
বলিলাম পায় ধরি তারে—

---

* এই কবিতাটী বাং ১৩০১ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসের উষায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

"দেখিব কেমন জহর খান
বারেক দেখাও দয়া করে।"

(৪)

হীরা মাসী জহরী আমার
স্বরগের কোন গুপ্ত কোণে।
ঢাকা ছিল হীরা খানি তার
ডেকে নিয়ে দেখাইল যতনে গোপনে।

(৫)

দেখিলাম বুঝিলাম
ভাবিলাম মনে মনে মানিয়া তখন
এত নয় মরতের ধন।
দেখিলাম মরমের সরম বসনে।
ঢাকা রূপরাশি তার উঠেছে ফুটিয়া,
দেখিলাম গোলাপের প্রফুল্ল বদনে
ঘুমন্ত জোছনা জাল রয়েছে ছুটিয়া,
দেখিলাম নত আঁখি নীরব চাহনি
সাধ্যহীন উঠিবারে মাটি' পড়ে ধায়
শত পুণ্য-বল-বলে ধরা তাহা পায়।

(৬)

গৃহে ছিল চঞ্চল দামিনী
বাহিরের সরম জ্বালায়
নহে আর পূরব রূপিণী
সরল মোহিনী সাজ থির বালিকায়।

(৭)

হীরা মাসী দু'টী কথা ক'য়ে
তুলিল সে নোয়ান মুখানি
শুধু ছিনু প্রাণ হারা হয়ে,
আমা হারা হলেম অমনি !
কিনে লই কোন ধন দিয়ে ?

(৮)

হৃদয়ের অন্ত স্থলে
নিরাশা উঠিল জ্বলে,
বলিলাম দুঃখেতে তখন
"একি হবে আমার কখন ?"

(৯)

চেয়ে দেখি সেই বেশ নাই,
বিষাদেতে মলিন বদন।
স্থির দৃষ্টি যতই তাকাই
স্থিরতর করি দরশন।

(১০)

হৃদয়-বাসনা তায়
জ্বলিয়া উঠিল হায় !
দুই হৃদে নিশ্বাস স্পন্দন
জহরী হায় ! কোথা গেল চলে
এ সমুদ্রে দু'জনায় ফেলে ?

কি করিব কি বলিব
খুঁজে নাহি পাই,
হৃদে শত সমুদ্র মন্থন—
খালি তার মুখ পানে চাই।

(১১)

কে জানিত এ মন্থন ফল
সুধা নয় উঠিবে গরল ?

(১২)

ভবিষ্যত আঁধিয়ারে আবরি নয়ন
তুলিলাম হৃদয়েতে হৃদয় রতন।
প্রাণে প্রাণে যোড়া লাগাইয়া
দেখিলাম গিয়েছে মিশিয়া।

(১৩)

জোড়া যে, খসিতে পারে সংসার তারণে
বুঝি নাই, ভাবি নাই, কোন দিন মনে।
সে আমার আমি তার
সংসারের কিবা ধার ধারি ?
এই জ্ঞানে এই প্রাণে
প্রাণে প্রাণ মিশায়ে দোহার,
মোহের স্বপন-হ্রদে ভাসাইনু তরী

(১৪)

একদিন বসন্তের সায়াহ্ন পবন,
প্রকৃতি চুমিছে ধীরে থাকিয়া থাকিয়া।

অস্তাচলে যায় ভানু লোহিত বরণ
গগন ললাটে রাঙ্গা সিন্দুর মাখিয়া।

(১৫)

প্রকৃতির সে সাজ সময়
বালিকার রূপ মোহময়
দেখি বনদেবী সাজে,
এক ক্ষুদ্র বর্ত্ম মাঝে
চলিয়াছে সোহাগিনী সোহাগ করিয়া,
গুটীকত ফুল পাতা যতনে পরিয়া।

(১৬)

শ্রবণে গোলাপ কলি
কপোল চুমিছে ঝুলি,
প্রফুল্ল গোলাপ এক গুজিয়া খোপায়
সঙ্গিনীর সঙ্গ আশে কুরঙ্গিনী ধায়।

(১৭)

দেখি পথ নিরজনে
কোমল সঙ্গীত সনে
যায় গায় স্বভাবের সরল রতন
ভুলিলাম দেহ, মন, সংসার, জীবন।

(১৮)

ডাকিলাম "পাগলিনি!
কোথা যাও ফিরে চাও

দেখি একবার
সায়াহ্নের বনদেবী পাগল আমার।"

(১৯)

নাহি আর চলিল চরণ
থামিল সে ভ্রমর গুঞ্জন
আঁখি মুখ নোয়াইয়া লাজে
দেখিলাম বিজনে বিরাজে
শ্বেত প্রস্তরের মূর্ত্তি বিহীন চেতন।

(২০)

ছুটে যেয়ে একবারে বুকেতে ধরিনু
বুকে ধরি মুখে তার অধর চুমিনু।
চুমিলাম ডাকিলাম মোহেতে আবার
"প্রিয়তমে! পাগলিনি! রাক্ষসী আমার।"

(২১)

ফুলগুলি ধীরে তুলি লইনু কাড়িয়া,
ভুলেছি যে, খুলে যাবে
দেহখানি দিয়েছি ছাড়িয়া।
বলি পুন "পাগলিনী,
বন দেবতার বেশ কাহার লাগিয়া?"

(২২)

ক্ষুদ্র সে কোমল করে
ক্ষুদ্র এক কিল মেরে

সন্ধ্যা আসে, গৃহ আশে
পালায়ে তখন।
যেয়ে দূরে মৃদু স্বরে
মৃদু হাসি ভরে
পুন সে কোমল করে কিল প্রদর্শন
উত্তরিয়া "এই বেশ মরণ মাগিয়া।"

(২৩)

একদিন
একদিন নিরজনে
মিলিয়াছি দুই জনে
মধ্যাহ্নের নীরব সময়।
একটী গাছের তলে
দুই জনে কুতুহলে
খুলিয়াছি দুই খানি প্রাণের আলয়
ভুলিয়াছি মানুষের গঞ্জনার ভয়।

(২৩)

হেলিয়া পড়েছে গায়
বাহুলতা গলায় বাঁধিয়া
কথা নাই, নীরব ভাষায়
বুকে তার মুখ শশী রয়েছে ফুটিয়া।

(২৫)

খুলিলাম কেশ রাশি তার
হেথা হোথা ছড়াইল বুকেতে আমার।
শুভ্র মুখ শুভ্র বাহু তীব্র কাল কেশে
দেখিলাম শুভ্রতর দামিনীর বেশে।

(২৬)

ডাকিলাম "প্রিয়তমে !
কি হবে আমার ?
এ রতন হারা হই যদি,
মরুভূমি সাজিবে সংসার
নাহি জানি অদৃষ্টে কি বিধাতার বিধি।"

(২৭)

মুখখানি বুকে ধ'রে
কত কথা জিজ্ঞাসিনু তায়,
খালি কটী "তুমি" মাখা স্বরে
নত মুখ বুকেতে লুকায়।

(২৮)

তুলিলাম, দেখিলাম
অশ্রুজলে সুবর্ণ কমল
ফুল্ল হতে ফুল্লতর সাজে,
চুমিলাম, ডাকিলাম—
"প্রিয়তমে !" ভুলিয়া সকল,
সংজ্ঞা হারা হইলাম রাখি বক্ষ মাঝে।

(২৯)

এক দিন।

এক দিন নিরজনে পেয়ে,
কোথা হতে আইল যে ধেয়ে
দেখিলাম উনমত্ত হিয়া—
বালিকা ছুটন্ত তারকা প্রায়
ছুটে এলো গ্রাসিতে আমায়
দুই বাহু মোহেতে তুলিয়া।

(৩০)

সে কোমল বালা নয় আর
চেয়ে দেখি মোহিনী মূরতি
সরমের আঁধার ফুটিয়া
উন্মাদিনী তরুণ যুবতী।

(৩১)

হৃদয়ের মরকত হারে
হৃদয়েতে ধরিবার তরে,
তুলিলাম দু'বাহু তখন
সংসারের ঘোর মহারণ !!

(৩২)

পড়িল যে, নয়নে নয়ন
বাহু গেল আপনি পড়িয়া,
ফুল মুখ গেল নোয়াইয়া

পাতা বুকে ধরিয়া তখন
বলিলাম "পাগলিনি !
"পাগলিনি ! একি খেলা দেখাও আমায় ?
কমল কণ্টকে ব'লে
তাই কি সোহাগে দোলে
তাই কিরে এবেশ তোমার ?
একি খেলা পাগলিনি ! দেখালে আমায় ?

(৩৩)

তখন—
বুকে মোর মাথাটী পাতিয়া
বলে ছিল অতি ধীরে ধীরে
"জানি নাই স্বরগ কেমন
"দেখাইলে তুমি এ দাসীরে।"

(৩৪)

কাঁপাইয়া রক্তিম অধর
বলিলে আবার "প্রাণনাথ !
"কি সুন্দর দেহ তরুখানি,
"কি সুন্দর কথাটী ভাষার
"কি সুন্দর সুন্দর পরাণি,
"অভাগীরে আদরে খুঁজিয়া
"এসকল দিলে পরাইয়া,
"নাহি জানি কিছুই ইহার

"নাহি ধারি সংসারের ধার"
এই বলি পাগলিনী কাঁদিলে আবার।

(৩৫)

চপলায় চমকায় মন
তাই তার হেন দরশন।
কোথা সেই সুখের স্বপন
ঘুম সনে গিয়েছে ভাঙ্গিয়া।

(৩৬)

প্রাণহারা প্রাণের মাঝারে
আগে তবু প্রাণ ছায়া আছিল জাগিয়া
কিন্তু হায়! ঘুমসনে টুটি সে স্বপন
নিরাশের নিরাশায় অদৃষ্ট পতন।

আবাহন। *

রাজপৌত্র কুমার এলবার্ট ভিক্টারের আগমনোপলক্ষে
বঙ্গমাতার উক্তি।

হাসলো প্রকৃতি পুলক পরাণে,
নাচ ভাগীরথী মৃদুল গমনে
এসেছে কুমার বঙ্গের ঘরে

---

* এই কবিতাটী ১২৯৬ বঙ্গাব্দের ২১এ পৌষের সঞ্জীবনীতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

পুঞ্জে পুঞ্জে কুঞ্জে কোয়েলা কুজিয়া
পিউ পিউ রবে গাহরে পাপিয়া
এসুখ বারতা প্রচার তরে।

(২)

এসহে কুমার ! ভাবী অধিরাজ
দীন বঙ্গভূমে দীনতা বিরাজ
ধন রত্ন তার কিছুই নাই।
দিবে কি তোমারে, কি আছে তাহার
দারিদ্র্য পীড়নে শুধু হাহাকার !
এদুঃখ রাখিতে নাহিকো ঠাই।

(৩)

না থাক সুষমা না থাক রতন
রাজভক্তি তার সরবস্ব ধন।
প্রাণে প্রাণে গাঁথা রয়েছে জাগি।
সেই ভক্তিদলে মালিকা গাঁথিয়া
প্রীতির চন্দনে সুচারু করিয়া
রাখিয়াছে সবে তোমার লাগি।

(৪)

বোঝেনা বলিয়া দুষ্ট লোকে কয়
রাজ ভক্তিহীন ভারত হৃদয়
বলে রাজদ্রোহী ভারতীচয়

প্রলাপী-প্রলাপ তুলিও না কাণে
দেখ ঘরে ঘরে দেখ জনে জনে
রাজভক্তি হীন ভারত নয়।

(৫)

অন্য দেশে রাজা শুধু রাজ্য পাতা
ভারতে ভূপতি মরত-দেবতা
রাজভক্তি তার ধরম কাজ।
ধর্ম্ম হীন হবে ত্রিদিব মরত
এধর্ম্মে বঞ্চিত হবে না ভারত
এ'নহে তাহার দেখান সাজ।

(৬)

"নৃপতি সেবায় মোক্ষ পদপায়"
প্রাচীন ভারতে প্রাচীন গাঁথায়
সবার কণ্ঠেতে এখনও গান।
তব আগমনে দেখ হে কুমার !
নিমেষে ভুলিয়া চির হাহাকার
সে দেশ আবার পুলক প্রাণ।

(৭)

জাতীয় জীবন সহ সবধন
যাহা ছিল সার গৃহের রতন
সে সব(ই) ভারত গিয়েছে ভুলে।

ভুলে নাই কিন্তু রাজভক্তি বল
এখন(ও) গভীর, এখন(ও) অতল
এখন(ও) পূরিয়া হৃদয় মূলে।

(৮)

এসহে কুমার! দুঃখিনীর ঘরে
বঙ্গবিষাদিনী চির অন্ধকারে
কত মর্ম্মকথা প্রাণেতে তার।
বুকেতে লইয়া হিয়া জুড়াইয়া
তব পাশে তাহা খুলিয়া কহিয়া
এসহে ঘুচাবে হৃদয় ভার।

(৯)

সুদূরে ভারত সুদূরে জননী
জুড়াতে কি তার তনয়া দুঃখিনী
আইলে কুমার বারতা ল'য়ে?
বলহে কুমার! একবার বল
শুনিতে পরাণ বড়ই চঞ্চল।
কি কথাটী মায় দিলহে ক'য়ে।

(১০)

দয়াময়ী তিনি দয়ার আধার
দীন দুঃখে তাঁর চোখে অশ্রুধার
শুনিতে কি পান মোদের জ্বালা?

না না না তাহলে মায়ের পরাণ
কাঁদিয়া কাটিয়া হত' ম্রিয়মান
মা যে আমাদের সহজে গলা।

(১১)

রাজবেশে এলে রাজবেশে যাবে,
রাজোচিত সুখ সমাদর পাবে,
বুঝিবে ভারত সুখেতে ভরা !
বুঝিতে পাবে না দিবে কেবা বলে
যে দুঃখ দারিদ্র্য অন্তর গরলে,
ভারত পুড়িয়া হতেছে সারা।

(১২)

তাই বলি তোমা ফিরিয়া স্বদেশে
বসিবে যখন পিতামহী পাশে,
দুঃখিনীর কথা বলিও মা'য়।
বলিও মায়েরে বলো ভাল ক'রে
এই ভিক্ষা তাঁর পদযুগ পরে
অভাগীরে যেন ফিরিয়া চায়

(১৩)

এসহে কুমার ? দুঃখিনী কুটিরে
পুন বঙ্গভূমি আশীর্ব্বাদ করে
সুখ শান্তিসহ চিরায়ু হও।

এসহে কুমার ! ধর প্রীতিহার
ক্ষণ তরে ভুলি দীন হাহাকার !
ধর উপহার করেতে লও।

কীর্ত্তিনাশা।

(১)

ভগীরথ কি কুক্ষণে
উদ্ধারিতে পিতৃগণে
ভাগীরথী স্তবে সন্তোষিয়া,
ধরা ধামে আনিল ডাকিয়া।

(২)

পরম ভকত চলে ভগীরথ
ঘন ঘন ঘন শঙ্খ ফুকারিয়া।
ভাগীরথী বহে রজত প্রবাহে
মর্ত্ত্যদেশ শীতল করিয়া।

(৩)

পিছে যায় গঙ্গা আগে ভগীরথ,
কত আশা পূর্ণ হবে মনোরথ।
কিন্তু শিশু নাহি জানে, কপিলের কোপাগুনে,

কোথা ভস্ম পূজ্য পিতৃগণ,
ছাপঘাটী * মোহানায় ভ্রমের স্মরণ।

(৪)

কাতরে নয়ন জলে, জাহ্নবীর পদতলে;
ভিক্ষা চায় "ক্ষণকাল তিষ্ঠ কৃপা করে।
জানি না জননী, পতিতপাবনী,
কোথা' পিতৃগণ ভসম শরীরে।

(৫)

ভকতের চোখে বহে জল;
দেখি দয়াময়ী হইল চঞ্চল।
করুণ কোমল স্বরে ভগীরথে কয়
"যারে বাছা, যারে ত্বরা করি,
জেনে আয় বিলম্ব না সয়,
কোথা' পিতৃগণ-ভস্ম আছে পড়ি।"

(৬)

এত দয়া জাহ্নবীর কি সাধ্য থাকিতে স্থির
ভক্তিভরে পুন পড়ে জাহ্নবী চরণে,
যায় ভগীরথ ভস্ম অন্বেষণে।

---

* রাজসাহীর উজানে ছাপঘাটীর মোহানা হইতে গঙ্গা দুই শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। পূর্ব্ববাহিনী শাখার নাম পদ্মা। ইহাই গঙ্গার মূল স্রোত। অন্য শাখা মুরশিদাবাদ ইত্যাদি স্থানের তল বাহিয়া পরে হুগলী নামে সমুদ্রে মিশিয়াছে।

(৭)

একা সুরধুনী প্রবাহ-কামনা,
লহরী তুলিয়া ছুটিতে চায়।
ভগীরথ প্রতীক্ষণে চাহি আছে পথপানে
শৈকত অদূরে সুর—অশুভ—বাসনা,
দুষ্টমতি পদ্মাসুর দেখিবারে পায়।

(৮)

ভগীরথ-শঙ্খ পড়িয়া ধরায়,
তুলি লয়ে করে সজোরে বাজায়।
ধায় পূর্ব্বমুখে ধায় গঙ্গা সুখে,
ভগীরথ-তুলি পিছে তার ধায়।

(৯)

ফিরে ভগীরথ ফিরে কতক্ষণে,
একেত হতাশ ভসম সন্ধানে,
কি দেখিবে হায়! নাই মা সেথায়
এত আশা এত তপ বিফল হইল,
ভগ্নপ্রাণে ভগীরথ কাঁদিতে লাগিল।

(১০)

মহালক্ষ্য যার অন্তরে খেলায়;
এত সহজে কি তার আশা যায়।
পাড়ে যার মন সে কিরে কখন,
ছাড়ে হাল তুফান-তাড়নে?

মুছি অশ্রুসিক্ত মুখ, আশায় বাঁধিয়া বুক,
ধায় ভগীরথ পুন জাহ্নবী সন্ধানে।

(১১)

ধায় পূর্ব্বমুখে যায় বহুদূর;
তরঙ্গের পর তরঙ্গ প্রচুর,
জাহ্নবী চলেছে ভকত দুঃখে।
তার দূরে নীরে রজত প্রবাহ,
মিশায়ে নীলিম আকাশে দেহ,
হরিহর লীলা প্রকৃতি-বুকে।

(১২)

চাহি দূরপানে নয়নের জল,
ফোঁটা ফোঁটা করি ছুইছে ভূতল,
কাঁদে ভগীরথ কাঁদে দীনস্বরে,
"কোথা মা জাহ্নবী," বলিয়া কাতরে,
দামিনী গমনে ছুটিছে কাঁদিয়া,
"থাম সুরধুনী থাম মা বলিয়া।"

(১৩)

দুর্ম্মতি অসুর ভগীরথে দেখি,
ছুটিয়া পালায় ভূমে শঙ্খ রাখি।

(১৪)

বোঝে ভগীরথ বোঝে সুরধুনী,
অসুরে ছলনে পূরব-বাহিনী।

(১৫)

দেখে ভগীরথ পরম ভকত,
মকর বাহিনী স্থির সৌদামিনী,
দেখা দেন পুন তরঙ্গ শিরে।
ভগীরথে কয় আশা মধুময়,
"ভগ্ন মনোরথ কেন ভগীরথ ?
হই(ও) না নিরাশ যাইব ফিরে।
পদ্মাসুর ছলে এসেছি যেথায়,
তীরথ-মহিমা রবে না সেথায়।
পদ্মা নাম খ্যাত হইবে তা'র,
ভীষণ লহরে খরতর ধারে,
গরাসিবে জনপদ অনিবার।
"অসুরে জনম হবে সে অসুরী,
অভিশাপ আজি করিনু তায়,"
এই বলি পুন মাতা উজানেতে ধায়।

(১৬)

হে রাক্ষসি ! কীর্ত্তিনাশা।
লঙ্ঘিবে কেমনে
দেব অভিশাপ দানব ছলনে ?
ছলনায় জনম যাহার,
কবলে তাহার কেবল সংহার।

পদ্মা নামে রবে কতক্ষণ ?
ভীষণ গরাসে, কত কীৰ্ত্তি নাশে,
ধূৰ্ত্ত কীৰ্ত্তিনাশা নাম করেছ ধারণ,
ধরিয়াছ দেহ ঘোর ভীষণ দর্শন।

(১৭)

রে রাক্ষসি !
কত গ্রাম কত জনপদ,
কালোদরে করেছ বিনাশ,
মানুষের আজনম সুখ-স্মৃতিচয়,
সহ-জন্মভূমি করিয়া গরাস,
করেছ হরণ করি কারণ নিলয়।

(১৮)

মহারাজ বিক্রমের † প্রিয় যোগস্থান,

† কথিত আছে, মহারাজা বিক্রমাদিত্য সিদ্ধ হওয়ার মানসে, কামক্ষ্যা যাইয়া কামক্ষ্যাদেবীর নিকট হত্যা দেন। পরে দেবীর স্বপ্নাদেশে ধলেশ্বরী নদীর মেঘনা-সঙ্গমস্থলের চড়া-ভূমিতে আসিয়া বজ্রী নাম্নী যোগিনীর নিকট যোগ শিক্ষা করিয়া সিদ্ধ হন। তদবধি উক্ত চড়া-ভূমির নাম বিক্রমপুর। বজ্রী যোগিনীর নামে এখনও বিক্রমপুরে "বজ্রযোগিনী" নামে একটী বড় গ্রাম আছে। বিক্রমপুরস্থ রামপালের (এস্থানে আদিশূর ও বল্লাল সেনের বাড়ী ছিল।) জীবিত গজারিগাছকে কান্যকুব্জাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ-পুষ্পে জীবিত হস্তীবন্ধনদণ্ড না বলিয়া, অনেকে বিক্রমাদিত্যের যোগাসনের শব-কিলক বলিয়া

গৌর-অহঙ্কার বিক্রমের পুরে, ‡
কত কীর্ত্তি ছিল বর্ত্তমান,
একে একে সব পূরেছ উদরে।

(১৯)

দ্বাদশ ভৌমিক শির
নবপল্লী চৌধুরীর §
কীর্ত্তিরাশি প্রথমে গরাসি,
"কীর্ত্তিনাশা" নাম সূত্রপাত।
কোথা তাহাদের বংশধর সব ?
কোথা তাহাদের বিপুল বিভব ?
সমাজপতিত্ব ছাড়ি দীন হীনবেশে,
কমলা-তনয় আজি ভিখারী অনাথ।

অনুমান করেন। পরে আদিশূর গৌড়াগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের উপদেশে বিক্রমপুর যজ্ঞের প্রশস্ত স্থান জানিয়া, এস্থানে আসিয়া যজ্ঞ সম্পাদন করেন ও একটী বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করেন।

‡ বিক্রমপুর।

§ নপাড়ার চৌধুরী। ইনি বৈদ্যবংশ-জাত ও বঙ্গের দ্বাদশ ভৌমিকের এক ভৌমিক ছিলেন। উক্ত ভৌমিকবংশ এক সময়ে এতদূর আঢ্য ছিলেন যে, সমাজপতিত্ব ভার ইঁহাদের হস্তেই ন্যস্ত ছিল। ইঁহাদের কীর্ত্তি ভাঙ্গিয়াই পদ্মার কীর্ত্তিনাশা নামের সূত্রপাত। ইঁহাদের দাসবংশের নাম উল্লেখ করিলে, বিক্রমপুরের অনেককে এখনও পূর্ব্বকথা ভাবিয়া জাত্যভিমান বিসর্জ্জন দিতে হয়। ইঁহাদের বংশধরগণ এখন নিতান্ত দৈন্য-দশায়।

(২০)

চাঁদ কেদারের ¶ কীৰ্ত্তি খ্যাত বঙ্গময়;
বিক্রমপুরের শিরে সৌভাগ্য নিচয়।
কি কুক্ষণে রথচক্র তার, *
রেখাপথ করিয়া বিস্তার;
তুই হেন কুম্ভীরীরে
ডাকিল আপন ঘরে।
সরবস্ব সমর্পিতে রাক্ষসী-সেবায়।
ধন্য কীৰ্ত্তিনাশা নাম রাখিলে বজায়।

(২১)

কোথা সৌধরাশি কোথা বা দাপট,
কীৰ্ত্তিময় গৃহে স্বপন আকার?
সব তোর দগ্ধোদরে মিশিয়াছে চিরতরে,

¶ চাঁদ কেদার রায় কায়স্থ বংশোৎপন্ন। বঙ্গের দ্বাদশ ভৌমি..য় অন্যতর। ইঁহার কীৰ্ত্তিরাশি পদ্মার উদরসাৎ হইয়াছে। উত্তর বিক্রমপুরে রাজবাড়ীর মঠ ও দক্ষিণ বিক্রমপুরে একটী প্রশস্ত রাজপথ ভিন্ন তাহার আর কিছুই নাই।

* পূর্ব্বে পদ্মার স্রোত বিক্রমপুরকে দুই ভাগ না করিয়া তাহার দক্ষিণ পশ্চিম বাহিয়া আইরলখাঁ নদীতে মিশিয়া ছিল। চাঁদ কেদার রায়ের রথচক্রে একটী রেখা পথ হইয়া, পরে উহা একটী সামান্য খালের আকার ধারণ করে। পরে পদ্মার স্রোত সেইখালে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া এই ভীষণ নদীর সৃষ্টি করিয়াছে। এই জন্য পদ্মার এইভাগ এখনও রথখোলার নদী নামে কথিত হয়।

শুধু অই অভ্রচূড় রাজবাড়ী মঠ †
লুপ্ত গৌরবের স্মৃতি করিছে প্রচার।

(২২)

রাজবল্লভের কীর্ত্তি কল্পনার কথা ;
রাজনগরের ‡ বক্ষে মরতে অমর।
বঞ্চিয়া বিক্রমপুরে, পূরিয়াছ দম্ভোদরে,
কিছু নাই কিছু নাই কিছু নাই সেথা,
আজি শুধু জলরাশি ভীষণ লহর।

(২৩)

সুখ সাগরের § তীরে সুখ সম্মিলন,
রাধা-মাধবের ঝুলন সময়।

---

† এই মঠের কথা চাঁদকেদার রায়ের বিবরণে লিখিত হইয়াছে। মহারাজা রাইরায়াঁন, রাজবল্লভ সেন, সলাবৎ জঙ্গ বাহাদুর পূর্ব্বে ঢাকার নবাবের পরে মুরশিদাবাদের নবাবের দেওয়ান হন। তৎপর বাদসাহ সাহ-আলম কর্ত্তৃক মুঙ্গেরের সুবাদারী ও সলাবৎ জঙ্গ বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন। ইনি এরূপ আঢ্য ছিলেন যে, নূতন এক কলিকাতা স্থাপন করিবার ইচ্ছা করিয়া ছিলেন। কিন্তু সে আশা কার্য্যে পরিণত না হওয়াতে তাহার নাম এখন "নড় কলিকাতা" হইয়াছে।

‡ রাজনগরের ন্যায় শোভা সমৃদ্ধিশলী গ্রাম অন্য কোথায় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

§ রাজনগরে কতকগুলি বৃহৎ জলাশয় ছিল। তদ্রূপ জলাশয় বঙ্গের অন্য কোথাও দৃষ্ট হয় না। সুখসাগর তাহার একটী। সে স্থানে রাধা-মাধবের ঝুলনযাত্রা অতি সমারোহে সম্পন্ন হইত।

কোথা সে সঙ্গীতধ্বনি মধুর নিক্কণ।
তোর গর্ভে একবারে হয়েছে বিলয়।

(২৪)

রাজ সাগরের তীরে * প্রকাণ্ড বিপণি
কংশকার কর্ম্মকার হাতুরির ঝনৎ কার
ভুলাইত ক্ষণ কাল বিশ্বকর্ম্মাপুরী,
কোথা লুকাইলি তাহা রাক্ষসী রূপিনী।

(২৫)

রাণী সগরের† তীরে বৈশাখী বৈশাখে
খেলাইত সুখ মেলা বরষে বরষে।
সহরায় মৃত্যুঞ্জয় ‡ পুরী সৌধময়

---

* পূর্ব্বোক্ত দীঘি সমূহের মধ্যে রাজসাগর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। তাহার উত্তর পাড়ে রাজনগরের প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল।

† রাণী সাগর নামে দিঘীর পাড় প্রতি বর্ষে বৈশাখ মাস হইতে আরম্ভ করিয়া "কাল বৈশাখী" নামে প্রায় তিন মাস কালব্যাপী একটী সুবৃহৎ মেলা স্থাপিত হইত।

‡ রাজা রায় মৃত্যুঞ্জয় মহারাজা রাজবল্লভের জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাজারাম মজুমদারের পুত্র। ইনিও একজন বিখ্যাত লোক ছিলেন। ইহার বাড়ীও অত্যন্ত সমৃদ্ধি সম্পন্ন ছিল। ইনি এরূপ আঢ্য ছিলেন যে, একলক্ষ শিব স্থাপন করিয়া আর এক কাশী স্থাপনের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। অনেক শিব সংগৃহীত হইয়াছিল; পরে শিবের অভাবে তাহা কার্য্যে পরিণত না হওয়াতে তাহার নাম কুরাশি হইয়াছে। রাজা রায় মৃত্যুঞ্জয়ের বংশধরগণ এখন তথায় বসবাস করেন।

পঞ্চরত্ন † উপাদানে পূরিলি গরাসে।

(২৬)

কৃষ্ণ জীবনের* রত্ন অদূরে দেখিয়া,
তাম্বুল ভাবিয়া বুঝি
কপোলেতে দিলি গুজি,
কিছু দিন গলদেশে রহিল ঠেকিয়া
ভীষণ বদন আরো ভীষণ করিয়া।
তা'তে যে গরল রাশি তুই উগারিলি
কত ধন কতজন তাহে পোড়াইলি।

(২৭)

একবিংশ রত্ন‡ বেশ্মী সিংহদ্বার কোথা',
রাশি রাশি গিরিচূড় সম যার কায়?

---

† মহারাজা রাজবল্লভের ন্যায় রাজা রায় মৃত্যুঞ্জয়ও পঞ্চরত্ন ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিয়া প্রচুর কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন।

* কৃষ্ণ জীবন মজুমদার মহারাজা রাজবল্লভের পিতা; ইনি পুরাতন হাবেলীতে নবরত্ন নির্ম্মাণ করেন। তাহার গাঁথনি এত দৃঢ় ছিল যে, ভাঙ্গিবার পরও উহা কতকদিন অর্দ্ধ-মগ্নবেশে নদীগর্ভে দাড়াইয়াছিল। তাহাতে সে স্থানে নদীর বেগ এত প্রখর হইয়াছিল যে; তজ্জন্য অনেক নৌকা জলমগ্ন হইয়া অসংখ্য লোকের প্রাণ নাশ হইয়াছে।

‡ একুশ রত্ন মহারাজা রাজবল্লভের সিংহ দ্বার ছিল। এই ইমারতে এগারটী মঠ সারি সারি ও তাহার চতুর্দ্দিকে দশটী মঠ থাকাতে ইহার গঠন প্রণালী অতি মনোহর হইয়া ছিল। বিদেশ প্রত্যাগত ব্যক্তি-

ছাড়িয়া প্রবাস বাসে যবে ফিরিতাম দেশে
শত রত্ন† শীর্ষ সেই চূড়া সমুদয়
"অদূরে রয়েছে" গৃহ বলিত একথা।

(২৮)

কোথা' সেই শতরত্ন ভূধরের প্রায়
সমুন্নত ভীমতনু অভ্ররাজি শিরে ?
যার চুড় দেশে বসি দেখিয়াছি রে রাক্ষসী,
কোয়াষার রেখাকার তোর ক্ষুদ্রকায়
ক্ষুদ্র বীচিমালা খেলা খেলিতে অদূরে।

(২৯)

কে জানিত কোয়াষায় কর্ব্বুর সৃজন ?
কে জানিত অজাগর হয় জলৌকায় ?
কে জানিত রে রাক্ষসী, সর্ব্বগ্রাসী সর্ব্বনাশী
জাহ্নবীর পুণ্য নীর করিয়া বহন
সাজিবি সংহার-মূর্ত্তি বিভীষন কায় ?

গণের চক্ষে পদ্মার অপর পাড় হইতে এই সমস্ত অত্যুচ্চ চূড়া সকল ধূসর-বর্ণে মণ্ডিত গিরিচুড়ার ন্যায় প্রতীয়মান থাকিয়া, গৃহ নিকটে বলিয়া তাহাদিগকে যেন কত আশ্বাস প্রদান করিত।

† মহারাজা রাজবল্লভ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। শতরত্নের ন্যায় এইরূপ উচ্চ ইমারত বঙ্গদেশে আর নাই। ইহার শিরোভাগে দোলযাত্রা নির্ব্বাহ হইত বলিয়া, ইহার অপর নাম দোলমঞ্চ। ইহার উপরিভাগ হইতে এত বড় কীর্ত্তিনাশা নদীও একটী খালের ন্যায় দৃষ্ট হইত।

(৩০)

জন্ম ভূমি মানবের স্বরগ ভূতলে
মরুস্থলী কিবা হোক গহন কানন,
না থাক সুষমা তার অলোরাশি সভ্যতার
বিলাসীর হেয় হো'ক আঁধারে মগন।

(৩১)

সেই প্রিয়তম ভূমি গরাসে পূরিয়া
অধিবাসী-সুখরাশি লয়েছ কাড়িয়া ;
আজি শুধু মনে হয় সেই সুখ স্মৃতিচয়
হৃদয়ের স্তরে স্তরে রয়েছে জাগিয়া
স্মৃতি জাগরণে প্রাণ যাইছে পুড়িয়া।

(৩২)

কেমন স্বরগ ভাবি জনম ভবনে,
খনিজ উদ্ভিজ জীবে সম্বন্ধ প্রচার,
একটী গাছের সনে বাঁধা ছিনু প্রাণে প্রাণে
নাম রাখিয়াছি তার প্রিয় সম্ভাষণে
ভাবিয়াছি এক ঘরে জনম দোঁহার

(৩৩)

বালক যখন
ঘরে বসিতাম দূরে গাইত তখন
বনবাসী সহদেব * সহদেব স্বরে

---

* সহদেব এক প্রকার গ্রাম্যপাখী, "অভাই সহদেব" শব্দের ন্যায় শব্দ করিয়া ইহারা শ্রোতার মন তৃপ্ত করে ও গৃহের সন্নিকটে ঝোপে বাস করে।

স্নেহে পরিজন সব অনুকারি পাখী রব
শুনাইত ইলিশার + ইলিশা কূজন
সেই স্নেহ সেই স্বর জাগিয়া অন্তরে।

(৩৪)

পোষা নয় ছাড়াপাখী গৃহ পাশে যত
গাইত কতই সুখে মধুমাখা গান।
ভাবিতাম পাখীগণ আমাদের প্রিয় জন
সাথী সনে দলাদলী বাঁধিয়াছি কত,
যার যার পাখীদলে দিতে উচ্চ স্থান।

(৩৫)

দেখিয়াছি দেশে দেশে করিয়া ভ্রমণ
মানবের স্বভাবের সৌন্দর্য্য অপার
গৃহপাশে ঝোপসনে বিদেশের উপবনে
পারিনাই উপমায় বাড়া'তে কখন
কুটির করিত রাজ প্রাসাদে ধিক্কার।

(৩৬)

বিদেশে পাপিয়া তান কোকিল কূজন
ভাবিনাই স্বদেশের সম কাক স্বর।
কোথা সেই সুখাগার মাতৃ ভূমি আপনার

+ ইলিশা এক জাতীয় ক্ষুদ্র পাখী, সর্ব্বদা "ইলিশা" "ইলিশা" শব্দ করিয়া যেন শ্রবনে মধু বর্ষণ করে। বালক বালিকাগণ ইহাদের স্বর শুনিতে বড় ভালবাসে।

একটী সুখের কথা হইলে স্মরণ,
পুড়ে যায় প্রাণ মন অস্থির অন্তর।

(৩৭)

স্মৃতির বিচিত্র পট শ্মশান প্রাঙ্গনে
ছিল পরিজন চিত্র যাঁরা পরকালে।
হায়! সেই চিতা স্থলে দেখেছি কল্পনা বলে
পিতৃদেব মাতৃদেবী ভ্রাতৃ পিতৃগণে
ত'াও তুই অকাতরে উদরে ডুবালে।

(৩৮)

রে রাক্ষসি! সর্ব্বনাশি! নিদয় কপট!
শুধু রেখে যাও অই শুষ্ক চিতাস্থল,
জীবিতের যাহা লও তাতে তিরপিত রও
মৃতের ভসম রাশি গ্রাসিয়া কি ফল?
ইহা নয় কীর্ত্তি রাশি শুধু স্মৃতিপট।

(৩৯)

রে রাক্ষসি!
করেছিস্ গৃহ হীন ফিরি দূর দেশে,
কি সুখ লভিলি গ্রাসি দরিদ্রের ধন
রাজপুরী নাহি চাই যদি গৃহ ফিরে পাই
দেখেছি যেথায় স্বর্গ সহ পরিজন
দে ফিরায়ে অভাগার শান্তির আবাসে।

(৪০)

অসুরে জনম কথা রাখিবে কেমনে ?
পোড়াতে বাসনা শুধু মানুষের মন।
কি দাহন মর্ম্মভেদী রাক্ষসী বুঝিতে যদি
দয়ার সঞ্চার হতো তোর ও পরাণে,
দে ফিরায়ে রাক্ষসীরে জনম ভবন।

সমাপ্ত।

